নাগিনী

প্রিণ্টার ও প্রকাশক—
শ্রীঅবলাকান্ত রায়।
৩৯।৩ নং শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা।

All characters in this story are entirely fictitious.

মূল্য ৸৹ বার আনা।

বিচিত্র রহস্য সিরিজ—১ম গ্রন্থ

নাগিনী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

প্রথম সংস্করণ

মাঘ, ১৩৪২।

সিদ্ধেশ্বর প্রেস ডিপজিটরী

২০।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

বিচিত্র রহস্য সিরিজ—

১। নাগিনী—

২। মহামায়া রহস্য (যন্ত্রস্থ)

নিবেদন।

বাংলায় ডিটেক্‌টিভ সিরিজ বার করা নতুন নয়। আমরাও সেদিক হতে নূতনত্বের কিছু দাবী কর্‌তে পারি না। কথাটা এই যে, ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস প'ড়ে যদি কেউ আনন্দ পায়, তবে তাতে লজ্জার কোন কারণ নেই। যে-দেশের মুখ চেয়ে, আমরা সাহিত্য সেবা করি, সে-দেশের প্রধান মন্ত্রীও ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়েন। শুধু তাই নয় ধনবিজ্ঞানে মস্ত পণ্ডিত, পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও অনেক গণ্যমান্য সাহিত্যিক-ও ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস রচনা কর্‌তে দ্বিধা করেন না।

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের দুটি দিক আছে। এড্‌গার এলেন পো যে-জাতীয় ডিটেকসনের গল্প সুরু করলেন, সার কনান ডয়াল-এর লেখায় তার বিকাশ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। সে ধরণের উপন্যাস আজও আমাদের দেশে চলন হয়নি। সেগুলি বুঝতে মাথা খাটাতে হয়, সময় লাগে, তাই সাধারণ লোকে সেগুলি পড়্‌তে চায় না। অন্য জাতীয় গল্পগুলিকে সাধারণতঃ থ্রিলার বা রোমাঞ্চকর উপন্যাস বলে। থ্রিলারের সুবিধা হল,

বই পড়্‌তে বসে ভাব্‌তে হয় না, খরস্রোতার মত তর তর করে ঘটনা স্রোত বয়ে যায়। এই ধরণের বই লোকে সাধারণতঃ ভালবাসে। "নাগিনী" বই এই শ্রেণীর। ক্রমে ক্রমে দু-শ্রেণীর ডিকেটটিভ উপন্যাসই বার কর্‌বো।

কার্ণেগী, লাইব্রেরীর জন্য টাকা দেবার সময় বলেছিলেন—এখন পৃথিবীতে এমন দিন এসেছে বই পড়ে লোকে সময় কাটাবে, আনন্দ পাবে, যেমন খেলাধূলা করে পায়।

এই আনন্দ দেবার জন্য আমরা বই বার কর্‌ছি। এতে এমন কিছু থাক্‌বে না যা সাধারণের আনন্দের পথে বাধা হ'তে পারে। ইতি—

ফাল্গুন, ১৩৪২ সাল।
কলিকাতা।

প্রকাশক

নাগিনী

—*০*—

আদালত গৃহ লোকে পরিপূর্ণ। জনতার মধ্যে একটা আবেগপূর্ণ উত্তেজনা দেখা যাইতেছে। জুরিগণ আসন গ্রহণ করিলে প্রবীণ বিচারপতি মহাশয় আসামীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—

"আসামী মন্মথ বসু! তোমার সম্বন্ধে ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া তোমার দোষ সম্বন্ধে জুরীগণ একমত হইয়াছেন; আমিও তাঁহাদের সহিত একমত। শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর এজাহার হইতে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, ঈর্ষাবশে তুমি স্বেচ্ছায় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছ। শ্রীমতীর জবাবে পাওয়া যায় যে তুমি গণপতিকে ভয় দেখাইয়াছিলে। তোমার প্রেমিকা সুনয়নীর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই সম্মুখে গণপতিকে দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া তুমি তাহাকে হত্যা করিয়াছ।

"তুমি বরাবরই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছ যে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সুনয়নীর সকল কথাই মিথ্যা। কিন্তু এরূপভাবে মিথ্যা বলায় সুনয়নীর লাভ কি? তাহার উত্তরে জানাইয়াছ যে তোমার মৃত্যু হইলে বা তুমি দীর্ঘকাল কারাবাস করিলে সুনয়নীর আর্থিক

লাভের সম্ভাবনা আছে। সুনয়নী দেবীর সুন্দর সারল্যপূর্ণ মুখ দেখিলে সে-যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে কে বলিবে?……অতএব তুমিই যে গণপতির হন্তা সে বিষয়ে ভুল নাই ··· এজন্য তোমায় যাবজ্জীবন কারাবাস করিতে হইবে।"

কাঠগোড়ায় দাঁড়াইয়া যে লোকটা এই রায় শুনিতেছিল তাহার মুখের ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইতে দেখা গেল না; ধীর স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

আদালতগৃহ হইতে বাহির হইয়াই অপূর্ব্ব বলিল—"হুঁ!··· তাহ'লে সুন্দর মুখেরই জয় হল!"

অপূর্ব্ব চৌধুরী ও শশাঙ্ক গাঙ্গুলী এই খুনের মামলায় আসামীর উকিল ছিলেন। বিচারকের রায় শুনিয়া উভয়েই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। শশাঙ্কবাবু বয়সে প্রবীণ; মন্মথর পিতার সাহায্য না পাইলে তিনি যে আজ প্রতিষ্ঠাবান ব্যবহারজীবিতে পরিণত হইতে পারিতেন তা বলা শক্ত। তাই শশাঙ্কবাবু মন্মথকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। অপূর্ব্বর বয়স মাত্র পঁচিশ; মন্মথ ছিল তার বিশেষ বন্ধু। বন্ধুকে মুক্তি দিতে পারিল না বলিয়া তার মনে ব্যথা লাগিয়াছিল। পথে চলিতে চলিতে শশাঙ্কবাবুর সহিত তাহার কথা হইতেছিল। অপূর্ব্ব আবার বলিল—"তাহ'লে সুনয়নীই জিত্‌ল।"

"এখনও নয়!" শশাঙ্কবাবু রুক্ষভাবে বলিলেন "যতক্ষণ না মন্মথ মারা যাচ্ছে বা——"

একটু থামিয়া বলিলেন "বা এই "বা"-টা পূর্ণ না হয়।……জান

অপূর্ব্ব এই মন্মথটাকে সাহায্য করবার জন্য আমি অনেক কিছু করতে পারি ; আমার মান সম্ভ্রম সব ত্যাগ করতে পারি।"

"আপনি তাকে খুব স্নেহ করেন, না ?"

"হুঁ !"

"আমিও মন্মথর জন্য সব কিছু করতে পারি শশাঙ্কবাবু।" একটু ভাবিয়া আবার বলিল "আচ্ছা, মন্মথর 'অ্যাপেন্‌ডিসাইটীস্' অপারেশনের ব্যবস্থা জেলের বাইরের কোন হাঁসপাতালে করা যায় না ?"

"মন্মথর ও-রোগ আছে নাকি ?"

"না ; কিন্তু হ'তে কতক্ষণ।"

"ও ! তা চেষ্টা করে তা করব।"

"কিন্তু "বা"-টীর ব্যবস্থা কি হবে ?"

"হ্যাঁ, এখন মেয়েটাকেই খুঁজে দেখতে হবে।"

ঝি চা-জলখাবার আনিয়া বেলার সম্মুখের টেবিলের উপর রাখিল। চায়ের বাটী হাতে তুলিয়া বেলা প্রশ্ন করিল কেহ তাহার খোঁজ করিয়াছিল কিনা। ঝি বলিল "একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে একজন মহিলা আপনার খোঁজে এসেছিলেন। নাম-ধাম কিছু না বলেই কিন্তু তাঁরা চলে গেলেন।"

"কোন পাওনাদার বোধ হয়। চলে গেছে বেশ হয়েছে।"

বেলার পিতা মেয়ের শিক্ষার জন্য মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন। আয়ের তুলনায় ব্যয় করা তাঁহার কুষ্টিতে ছিল না, তাই দিন দিন তাঁহার ঋণের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিল। এমন সময়ে তিনি একদিন দৈবাৎ হার্টফেল করিয়া মারা গেলেন। পাওনাদারেরা যখন হিসাব লইয়া বেলার নিকট উপস্থিত হইল তখন ঋণের বহর দেখিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। কিন্তু পিতাকে ঋণমুক্ত করিতে সে স্বেচ্ছায় সকল ঋণ স্বীকার করিল। মিডিল রোডে দুইখানি ঘর লইয়া নতুন সংসার পাতিল। একটী বালিকা বিদ্যালয়ে গুরুগিরি করিয়া ৫০ টাকা পাইত। তিরিশ টাকায় নিজের ও ঝি রাখার খরচ চালাইয়া উদ্বৃত্ত বিশ টাকায় পিতার ঋণ পরিশোধ করিতেছিল।

ঝিকে বলিল চা পান করিয়া সে সন্ধ্যা ছয়টায় প্লাজায় বায়স্কোপ দেখিতে যাইবে এবং সেখান হইতে একবার স্কুলের প্রধান শিক্ষয়ত্রীর সহিত দেখা করিতে যাইবে।

প্রসাধন করিয়া বেলা বাহির হইল। তখনো ছয়টা বাজিতে পাঁচ মিনিট আছে; বায়স্কোপের ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিল; পরিচিত কাহাকেও দেখা গেল না। তাহার বসিবার আসনের ঠিক সামনের রোতে যে দুইজন বসিয়াছিল তাহাদের দিকে চাহিয়া আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। পুরুষটীর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; মাথার সামনে বিস্তৃত টাক; চোখে শেলের ফ্রেমে আঁটা গোল চশমা; দাড়ি গোঁফ সুন্দর করিয়া কামানো।

পাশে যে যুবতীটী বসিয়াছিল তাহার মাথায় একরাশ ভ্রমরকৃষ্ণ চুল ; মুখখানি যেন শিল্পীর হাতের তৈয়ারী ; টানা টানা চোখ দুটীর পানে চাহিলে আর দৃষ্টি ফেরান যায় না। মুখখানির মধ্যে একটা সরলতার ছাপ মাখান। পরণে ফিকে নীল রঙের দামী জরিপাড় সাড়ী। গলায় একছড়া চুনি-পান্না বসান লম্বা হার। সেই মুখের পানে চাহিয়া যেন বেলার চোখ আর ফিরিতে চাহে না। দু-একবার চোখে চোখ মিলিতেই বেলার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল কে এই রূপসী ? বহু চেষ্টা করিয়াও ছবিতে সম্পূর্ণ মন দিতে পারিল না।

ছবি শেষ হইতেই বেলা বাহির হইয়া আসিল। একজন পাঞ্জাবী প্রশ্ন করিল "মেম্ সাব্! ট্যাক্সি ?" বেলা হাত নাড়িল। বাসে করিয়া সে সহজেই যাইতে পারে ; অনর্থক বেশী ভাড়া দিয়া ট্যাক্সি চড়িয়া লাভ কি ? দুইখানা বাস সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল ; যাত্রীর ভিড় দেখিয়া চড়িবার ইচ্ছা হইল না। একটা বড় সিডান্ বডি গাড়ী তাহার সম্মুখে আসিয়া থামিল। ভিতর হইতে ড্রাইভার মুখ বাড়াইয়া বলিল "বেলা দেবী [illegible]ন ?"

বেলা চম্‌কাইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে [illegible]হিয়া আসিয়া বলিল "আমিই বেলা দেবী।"

"আপনাদের প্রধান শিক্ষয়ত্রী আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনার যাবার কথা আছে না ?"

বেলা বুঝিতে পারিল না শিক্ষয়ত্রী এ গাড়ী পাইলেন কোথা। এবং তাহার প্রতি এ কৃপা কেন। তবু সুযোগ যখন পাওয়া

গিয়াছে তখন তাহা পরিত্যাগ করা ঠিক্ নহে। মনের বিস্ময় মনে চাপিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

গাড়ীর জানালার উপর পরদা ফেলা। খানিক পরে পরদা সরাইয়া দেখিল এ কোন্ পথে সে চলিয়াছে? শিক্ষয়ত্রীর বাড়ীর রাস্তাও এ নহে; সেখানে যাইতে হইলে ত' পুল পার হইতে হয় না! তাহার রাগ হইল। একি ব্যবহার! দরজা খুলিতে গিয়া দেখিল বাহির হইতে আঁটা, ভিতর হইতে খুলিবার উপায় নাই। একটা অজানা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

পিছনের ছোট কাঁচের মধ্য দিয়া দেখিল একটা মোটরের হেড্ লাইট্ অদূরে আসিতেছে। ড্রাইভারের মাথার উপর দিয়া দেখিল পথের ধারে ধারে সারি সারি গাছ। একটা মোড় ঘুরিতেই পিছনের গাড়ীটা আগাইয়া গেল; অল্পদূরে যাইয়া একটু বেঁকিয়া সমস্ত রাস্তা জুড়িয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। বেলা একটা অপ্রত্যাশিত ঝাঁকানির পর উপলব্ধি করিল তাহার গাড়ীও থামিয়া গেছে। টান দিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া কে মধুর কণ্ঠে বলিল "আপনি দয়া করে নেমে আস্‌বেন বেলা দেবী।"

অপর এক ব্যক্তি ড্রাইভারকে বলিতেছিল "লক্ষ্মী ছেলের মত ফিরে যাও, না হ'লে বিপদে পড়্‌বে বল্‌ছি।"

"কি বলছেন! আমি ত এঁকে প্রধান শিক্ষয়ত্রীর বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।"

"হুঁ! কবে থেকে এ রাস্তায় তিনি উঠে এসেছেন চাঁদ?...... আসুন বেলা দেবী, আপনার কোন ভয় নেই।"

গাড়ী চলিতে সুরু করিলে যুবকটী বলিল "বুঝ্‌লেন গাঙ্গুলি মশাই! এ লোকগুলো কিন্তু খুব চালাক বল্‌তে হবে।"

"এ সব বদ্‌মাইসি আমার ভাল লাগে না।"

"আমি কিন্তু ওদের বুদ্ধির তারিফ্‌ করি। অবিশ্যি মিস্‌ সরকারকে ওদের গাড়ীতে উঠ্‌তে দেখে ভয় পেয়েছিলুম! কিন্তু তবু ওদের ব্যবস্থা দেখে বাহবা দিতে ইচ্ছে করে।"

"আপনারা কি সব বল্‌ছেন?" একটু আশ্চর্য্যের সহিত বেলা বলিল "কোথায় চলেছি? প্রধান শিক্ষয়িত্রির বাড়ী যাচ্ছি না কি?"

যুবকটী বলিল "না, মিস্‌ সরকার তা যাচ্ছি না। আপনাকে চুরি করে নিয়ে কেন যাচ্ছিল তাও এখন বল্‌তে পারব না।"

"চুরি? কি বল্‌ছেন আপনারা? আমাকে চুরি করে—"

"হ্যাঁ, আজ রাত্রের মত আপনাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। কাল সকালে হয় ত দেখ্‌তেন কোন্‌ দূরদেশে লোকজন বিবর্জ্জিত স্থানে আপনাকে ফেলে তারা চম্পট দিয়েছে। আপনার যে কোন ক্ষতি করত তা বল্‌ছি না; তবে আজকের রাতটার মত লুকিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা আপনাকেই যে বেছে নিয়েছি তা কি করে তারা জান্‌লে তাই ভাব্‌ছি। আপনি বল্‌তে পারেন গাঙ্গুলী মশাই?"

"বেছে নিয়েছেন?" অবাক হইয়া বেলা বলিল "এ সবের মানে কি? দয়া করে এখন আমায় পৌঁছে দেবেন কি?"

কোন জবাব না দিয়া যুবকটী বলিল—

"কত মাইনে পান মিস্ সরকার? মোটে পঞ্চাশ ত? তাতে আপনার পিতার দেনা এ জন্মে শোধ কর্তে পারবেন না।"

বেলা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। বলিল—"আমার বিষয়ে অনেক কথাই জানেন দেখছি।"

"তা জানি বৈকি! এই একবছরের ভেতর আপনার নামে চল্লিশটা ডিক্রি হয়ে আছে। হ্যাঁ, আমাদের পরিচয় দেওয়া হয় নি। আমার নাম অপূর্ব্ব চৌধুরী; ইনি শশাঙ্ক গাঙ্গুলী। আমরা দুজনেই উকিল। আপনার সাহায্য আমাদের দরকার, সেইজন্যেই আপনাকে একটু কষ্ট দিচ্ছি।"

গাড়ী একটী বাগান বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। একজন আধা-বয়েসী মহিলা বেলাকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। পরিচয়ান্তে বেলা জানিল ইনি শশাঙ্ক বাবুর স্ত্রী। একটী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। তাহা হইলে ভয়ের বিশেষ কারণ নাই।

"অপূর্ব্ব তাহ'লে তুমি মিস্ সরকারকে সব কথা বুঝিয়ে বল, আমরা ভিতরে যাচ্ছি" বলিয়া স্ত্রীর সহিত নিস্ক্রান্ত হইলেন।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া অপূর্ব্ব বলিল "কি করে কথাটা যে বলি তা বুঝ্তে পারছি না। যাক্, গোড়া থেকেই সুরু করি। আপনি "গণপতি হত্যা"র সংবাদ শুনেছেন?"

"গণপতি হত্যা? সে-ত কাগজ খুল্লেই দেখা যায়। মন্মথ বোস নামক এক ভদ্রলোক গণপতি সরকারকে ঈর্ষাবশে হত্যা করেছেন?"

"ঐ ঘটনাই বটে! তবে মন্মথ হত্যা করে নি। সে আমার

বিশেষ বন্ধু ছিল। আমি জানি সে হত্যা করে নি। গণপতির প্রতি তার কোন ঈর্ষা ছিল না। সুনয়নীর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক্ হয় বটে, কিন্তু কতকগুলো কারণে সে বিয়ে মন্মথ ভেঙ্গে দেয়। মন্মথ কোনদিনই সুনয়নীকে ভালবাসে নি। তাকে কৌশলে বিয়ে কর্‌তে স্বীকার করিয়েছিল। মন্মথর সম্পত্তির আয় ৫০ লক্ষ টাকার উপর। সুনয়নী মন্মথর অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। কতকগুলো সর্ত্ত পূরণ না হ'লে সুনয়নীই ঐ সম্পত্তির মালিক হবে।"

"এর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?"

"বল্‌ছি! মন্মথর বাবা এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাল্য বিবাহ তিনি সমর্থন কর্‌তেন। তিনি যে উইল করেছেন তার সর্ত্ত এই যে মন্মথ যদি ২৫ বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহ না করে তবে সে সম্পত্তি তাঁর দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া সুনয়নী দেবী পুত্র-প্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ কর্‌বে।"

"মন্মথবাবুর বয়স কত?"

"আগামী সোমবারে তার পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হবে; সুতরাং সোমবারের পূর্ব্বেই তার বিয়ে হওয়া চাই। এখন সোজা কথাটাই বলি। কাল সকালে আপনি তাকে বিয়ে কর্‌তে প্রস্তুত আছেন?"

"আমি?" আশ্চর্য্যের সঙ্গে বেলা চীৎকার করিয়া উঠিল "যাকে কখনো দেখিনি তাকে বিয়ে কর্‌ব? একটা খুনী আসামীকে বিয়ে কর্‌ব।"

"খুনী নয় মিস্ সরকার" ধীরভাবে অপূর্ব্ব বলিল।

"অসম্ভব! কেন আমি বিয়ে করতে যাব?"

"আমরা জানি আপনার কোন আত্মীয় স্বজন নেই; আপনি কাকেও বিয়ে কর্‌তে প্রতিশ্রুত নয়; তাছাড়া আপনার টাকার দরকার। আমাদের কথায় রাজি হ'লে আপনি বার্ষিক ৫০০০০৲ করে হাত খরচার জন্য পাবেন এবং আপনার ঋণশোধের জন্য নগদ দু-লক্ষ টাকা দেব। তাছাড়া আমরা শপথ কর্‌ছি যে মন্মথ কখন আপনার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার কর্‌বে না। তাকে বিশ বৎসর জেল ভোগ কর্‌তে হবে।"

কি উত্তর দিবে বেলা ভাবিয়া পাইল না। চক্ষের সম্মুখে চায়ের বাটী হস্তে ঝির মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। অথচ এই টাকায় তার কত সাধই না পূর্ণ হইতে পারে। নিম্নকণ্ঠে বলিল—

"কি বল্‌ব ভেবে পাচ্ছি না অপূর্ব্ববাবু! সমস্তটা স্বপ্নের মত অলীক মনে হচ্ছে।"

অপূর্ব্ব শুধু একটু হাসিল।

"আচ্ছা মন্মথবাবুকে দেখ্‌তে পারি কি?"

"না কাল সকাল সাতটায় বিয়ের সময় পরিচয় হবে। এইখানেই বিয়ে হবে সব ঠিক্ করে রেখেছি।"

হতাশভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বেলা বলিল "আমি রাজি অপূর্ব্ববাবু! পাওনাদারদের জ্বালা আর সহ্য করতে পারি না।"

"আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

সারারাত্রি বেলা ঘুমাইতে পারিল না ; ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে করিতে সকাল হইয়া গেল। মাথার মধ্যে কত চিন্তা পাক্ খাইতেছিল। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও যদি কেহ তাহাকে বিবাহের কথা বলিত সে হাসিতে পারিত ; কিন্তু কেমন করিয়া সব উল্টাইয়া গেল। ঝি এই বিবাহের কথা শুনিয়া কি বলিবে ? বৎসরে ৫০ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে! ইচ্ছা করিলে বিলাত গিয়া থাকা যায় ; যেথানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ান যায় ; আগে একথানি মোটর কিনিবেই অবশ্য! এই টাকায় কিনা করা যায়!

সকাল ৭টায় শশাঙ্কবাবুর স্ত্রী একপেয়ালা চা দিয়া বলিলেন—"এর পর বিয়ে।"

শশাঙ্কবাবুর স্ত্রীর সহিত বেলা বৈঠকখানা-ঘরে আসিয়া দেখিল চারজন লোক বসিয়া আছে। শশাঙ্কবাবু ও অপূর্ব্বকে সহজেই চিনিতে পারিল ; তৃতীয় ব্যক্তিটিকে পুরোহিত বলিয়া চিনিতে কষ্ট হয় না। চতুর্থ ব্যক্তিটীকে ভাল করিয়া দেখিল। চুলগুলি খুব ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা ; মুখে একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বেলার হৃদয় বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল, কিন্তু তৎপর মুহূর্ত্তেই লোকটীর জন্য তাহার দুঃখ হইল! মন্মথকে বড়ই ক্লান্ত ও পীড়িত মনে

হইতেছিল। মন্মথ একবার ভাল করিয়া বেলাকে দেখিয়া নমস্কার করিল। নিকটে আসিয়া বলিল "মিস্ সরকার আমাদের এই মিলনটা মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়, তবু বাধ্য হ'য়ে এ ব্যবস্থা কর্‌তে হয়েছে। অপূর্ব্ব সব কথাই নিশ্চয়ই বলেছে। সুতরাং আর দেরী করে লাভ নেই। সুরু করা যাক্।"

নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হইল। বাহিরে কড়ানাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। 'পুলিশ নিশ্চয়ই' বলিয়া অপূর্ব্ব বাহির হইয়া গেল। কিন্তু যে আসিল তাহাকে দেখিয়া বেলার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। প্লাজায় যে সুন্দরী মেয়েটীকে দেখিয়া সে মোহিত হইয়াছিল, এযে সেই নারী!

"কি চাই আপনার?" অপূর্ব্ব কর্কশকণ্ঠে বলিল।

"আমি মন্মথবাবুর জন্য এসেছি।"

"একটু দেরী হ'য়ে গেছে সুনয়না দেবী।"

"দেরী হয়ে গেছে! তাহ'লে বিয়ে হয়ে গেছে" সে ধীরে ধীরে বলিল।

বেলা চাহিয়া দেখিল কখন তাহার স্বামী সরিয়া পড়িয়াছে। এমন্ সময়ে বাহিরে একটা গুলির শব্দ হইল। অপূর্ব্ব শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাগানের দিকে ছুটীল। কিয়দ্দূরে একটা ঘন ঝোপের পাশে আসিয়া থামিল। একটী লোক লম্বা হইয়া মাটীর উপর পড়িয়া আছে; কপালের বামপার্শ্ব হইতে অজস্রধারে রক্ত পড়িতেছে; হাতের মধ্যে পিস্তল ধরা। অপূর্ব্ব সভয়ে চীৎকার

করিয়া উঠিল। বুকে হাত দিয়া দেখিল প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। মৃত ব্যক্তি তাহারই বন্ধু মন্মথ।

অপূর্ব্বকে ধীর পদক্ষেপে ফিরিতে দেখিয়া বেলা প্রশ্ন করিল "কি হয়েছে? মারা গেছেন নাকি?"

অপূর্ব্ব ঘাড় নাড়িয়া জানাইল।

"আত্মহত্যা করেছেন?" নিম্নকণ্ঠে সুনয়নী জিজ্ঞাসা করিল।

নিষ্ঠুরভাবে অপূর্ব্ব বলিল "না, তাকে খুন করা হয়েছে। মন্মথর ডান হাতে একটা পিস্তল রয়েছে; কিন্তু গুলি প্রবেশ করেছে কপালের বাঁদিকে। এটা কি করে সম্ভব হয়। ত'ছাড়া মন্মথর কাছে কোন পিস্তল ছিল না।"

"অপূর্ব্ববাবু বন্ধুর মৃত্যুতে আপনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।... আমি তাঁকে ভালবাসতুম, এবং তাঁর ভালবাসাও পেয়েছিলুম।"

"তা বটে! ভালবাসত বলেই আর একজনকে বিয়ে করলে।"

বেলা দুঃখিত হইয়া বলিল "এখন কি এসব কথা আলোচনা করা উচিত অপূর্ব্ববাবু।"

বেলাকে উদ্দেশ্য করিয়া সুনয়নী বলিল "আপনার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে! আশা করি ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হবে।" তারপর ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল।

শশাঙ্কবাবুর গাড়ীতে বাড়ী ফিরিয়া বেলা দেখিল ঝি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে।

"দিদিমণি এসেছেন! আঃ! আমার কি ভাবনাই হয়েছিল! কাল সমস্ত রাত এলে না! গুরু-মার বাড়ীতে কি ভোজটা—"

বাধা দিয়া বেলা বলিল—"আরে না, না! আমি বিয়ে করেছি। এমন্ বিয়ে স্বপ্নেও ভাবা যায় না। কিন্তু এখন আমি বড় ক্লান্ত, একটু ঘুমুব। কেউ এলে বলবি আমি বাড়ী নেই। বুঝ্‌লি"

"কিন্তু দিদিমণি, জাবাইবাবু—"

"আরে তোর জামাইবাবু মারা গেছেন। হ্যাঁ, আর যদি উকিলবাবুটী আসেন বল্‌বি কাল সকালেই আমার ঐ দু-লক্ষ টাকা চাই" বলিয়া বেলা শুইতে গেল। ঝি অবাক হইয়া সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শশাঙ্ক বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া ইন্‌স্‌পেক্টর চ্যাটার্জ্জী বলিলেন—

"চার পাশ ভাল করে দেখ্‌লুম। অপূর্ব্ববাবুর সঙ্গে আমারও মত মিল্‌ছে। এটা আত্মহত্যা নয়; কেউ খুনই করেছে। কাছেই ভিজে মাটীর উপর জুতার দাগ দেখ্‌লুম। মৃতদেহের কাছ থেকে সেটা ক্রমশঃ বাড়ীর পিছনের গেট্‌ পর্য্যন্ত গেছে"

"কিরকম পায়ের দাগ? বড় না ছোট?" অপূর্ব্ব তাড়াতাড়ি বলিল।

"পায়ের দাগটা একটু বড়ই মনে হল। জুতার তলায় রবা।
হিল্ দেওয়া ছিল। পিছনের গেট্‌টাও খোলা ছিল, হয়ত মন্মথ বাবু আস্‌বার সময় খুলে রেখে এসেছিলেন।"

"আর পিস্তলটা ?"

"পিস্তলটা এ বাজারে নতুন। বেলজিয়ান্ মার্কা"

"অর্থাৎ গণপতি যে পিস্তলে হ'ত হয়েছিল ঠিক্ তার মত"

"কিন্তু গণপতিকে ত মন্মথ নিজের পিস্তল দিয়ে মেরেছিল"

"না, পিস্তলের শব্দ শুনে মন্মথ বাইরে এসে ওটা গণপতির পাশে পড়ে থাকৃতে দেখে"

"যাক সে সব কথা। দুটো পিস্তলই যে আসলে এক রকমের তাতে সন্দেহ নেই। এখন আমি উঠি। মনে থাকে যেন করোণরের কোর্টে আপনাদের সাক্ষী দিতে যেতে হবে।"

ইন্‌স্পেক্টর চলিয়া গেলে শশাঙ্ক বাবু বলিলেন—"তা'হলে আমাদের বিপদ্ কেটে গেল কি বল ?"

"আমার কিন্তু তেমন মনে হচ্ছে না। মন্মথর স্ত্রীকে নিয়েই যত গোলযোগ। মিছামিছি একজন সরলা স্ত্রীলোককে বিপদের মধ্যে টেনে আন্‌লুম।"

"কেন ?"

"বুঝ্‌ছেন না, বেলা দেবীর কোন আত্মীয় স্বজন নেই ; সুতরাং তাঁর অবর্ত্তমানে সুনয়নী দেবীই মালিক হবে।"

"এর মধ্যে আরো কথা আছে। মন্মথ কাল রাত্রেই একটা উইল করেছে। আমার স্ত্রী ও নগেন—আমার মুহুরী—তার

সাক্ষী। সুনয়নী যে তার সম্পত্তি ভোগ করবে, এ সে সহ্য কর্‌তে পারত না, তাই বিয়ের পূর্ব্বেই এই অপরিচিত মেয়েটীকে সে সমস্ত উইল করে দিয়ে গেছে। সুতরাং বেলার জীবন বিপন্ন হওয়া বিচিত্র নয়।"

একটু চিন্তা করিয়া অপূর্ব্ব বলিলেন—

"এ কাজে ভজহরিকে চাই"

"ভজহরি?"

"হ্যাঁ ভজহরি! সেই পার্‌বে। বুঝ্‌লেন চতুরের সঙ্গে চতুরতা করতে হবে"

"বেশ তা হ'লে তাকে নিয়ে এস"

সুনয়নীর পিতা হরনাথ বাবু ইজিচেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন। বেলা ইঁহাকেই প্রাজায় সুনয়নীর পাশে দেখিয়াছিল। সুনয়নী ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের সামনে চেয়ার টানিয়া লইয়া দুই হাতে গাল রাখিয়া পিতার দিকে চাহিয়া বসিল। চশমার ভিতর দিয়া চাহিয়া হরনাথ বাবু বলিলেন—

"তাহ'লে মা মন্মথ আত্মহত্যাই কর্‌লে!"

সুনয়নী একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

"বড় দুঃখের কথা" আবার হরনাথ বাবু বলিলেন "তোমাকে দেখে বোধ হয় পালিয়ে…লুকুতে গেছ্‌ল…কেউ হয়ত দেখে থাক্‌বে ..এই আমাকেই দেখেছিল·· কাজেই আত্মহত্যা কর্‌লে"

"তুমি তার জন্য তৈরী ছিলে ?"

হাসিয়া হরনাথ বাবু বলিলেন—"আত্মহত্যা, মা, আত্মহত্যা"

"ডান হাতে তার পিস্তল ছিল আর বাঁ কপালে গুলির দাগ।"

"কি বিপদ্‌! কে লক্ষ্য কর্‌লে ?"

"কে আর ..ঐ অপূর্ব্ব"

"পুলিশেও জেনেছে তাহ'লে! তাড়াতাড়ি বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে। যাক্‌গে! আমি যে বাগানে ঢুকেছিলুম কেউ জান্‌বে না।"

"মন্মথ বিয়ে করেছে"

ঘরের মধ্যে একটা বোমা ফাটিলেও হরনাথবাবু বোধ হয় এতটা বিচলিত হইতেন না। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—"বিয়ে করেছে ?"

সুনয়নী ঘাড় নাড়িল।

"মিথ্যা কথা!" তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন "এমন্ করে ভয় দেখালে তোর মাথা গুঁড়ো করে দেবো দুষ্টু মেয়ে .."

সুনয়নী চুপ করিয়া তাঁহার আস্ফালন শুনিল।

"আজ সকালেই ৭টার সময় আমি যাবার পূর্ব্বেই বিয়ে হয়ে গেছে। কনে দেখে এলুম"

অবসন্ন হৃদয়ে চেয়ারের উপর বসিয়া হরনাথ বলিলেন—"এখন উপায় ?"

"উপায় আছে। মন্মথর স্ত্রীর কোন আত্মীয় স্বজন নেই।"

তারপর ঝিকে ডাকিয়া বলিল "আমার মুক্তার মালা, হীরার ছোট আংটী ও মিনেকরা সাড়ী আঁটা ক্রচ্‌টা একটা বাক্সয় তুলা দিয়ে প্যাক্ করে নিয়ে এসো।"

ঝি চলিয়া গেলে বলিল "এইগুলো মন্মথর স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। তার স্বামী একসময়ে ওগুলো আমায় উপহার দিয়েছিল ; এখন ওগুলো দেখ্‌লে কষ্ট হয়।"

"কিন্তু সেত' তোমায় কিছু দেয় নি। এমন্ করে এতগুলো টাকার জিনিষ নষ্ট করবে।"

"তা না দিলেই বা! এতে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'বার সুযোগ পাব। আর ওগুলো বেলা ফেরৎই দেবে।"

কিয়ৎকাল পরে নিজের টেবিলে বসিয়া চিঠি লিখিল—

"শ্রীমতী বেলা বসু সমীপেষু—

সুচরিতাসু—'যে জিনিষগুলি পাঠাইতেছি, তাহা একসময়ে মন্মথবাবু আমায় ভালবাসিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বলিতে মাত্র ঐ কয়টী জিনিষই আমার কাছে আছে ; এইগুলি দেখিলেই বহু অতীত স্মৃতি মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিয়া আমায় ব্যথা দেয়, যদিও সে ব্যথার মধ্যেও সুখ আছে। এইগুলি যত সহজে তোমাকে দিতে পারিলাম (যেহেতু এখন ন্যায়তঃ এগুলি তোমারই সম্পত্তি) তত সহজে যদি স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারিতাম তাহা

হইলে শান্তি পাইতাম। যে কারণে অপূর্ব্ব বাবু আমায় ঘৃণা করেন তাহা ভুলিতে পারিলে আমি সুখী হইতাম।

অতীতের কথা ভাবিয়া মনে হইতেছে আমি ভুল করিয়াছিলাম; সবকথা শুনিলে তুমি আর ঘৃণা করিতে পারিবে না। আমি ছিলাম অবুঝ বালিকা; অপূর্ব্বর প্রেম প্রত্যাক্ষ্যান হয়ত যুক্তিযুক্ত হয় নাই। মন্মথর বন্ধু হইয়া যে অপূর্ব্ব আমায় প্রেম জ্ঞাপন করিবে, সব জানিয়া শুনিয়াও ইহা আমি সহ্য করিতে পারি নাই। অপূর্ব্ব সে অপমান ভুলিতে পারে নাই, তাই আমাকে ঘৃণা করে। আপনার অবস্থা ভাবিয়া আমার মন ব্যাকুল হইয়া আছে। ভগবান করুন আপনার ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হয়"

চিঠিখানি খামে পুরিয়া পরিষ্কার করিয়া ঠিকানা লিখিল; তারপর শেল্‌ফ্‌ হইতে একটা বই টানিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িতে লাগিল।

বেলার ঘরে বসিয়া অপূর্ব্ব মন্মথর সম্পত্তির হিসাব দিতেছিল। সম্পত্তির বহর শুনিয়া বেলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। বলিল "এ সবই আমার?"

"হ্যাঁ, তবে এখনো নয়। প্রবেট্ নিতে হবে; তারপর

আপনি যা-খুসী করতে পারেন। এখন আর এই গর্ত্তের মধ্যে থাকা চলে না। আমি আপনার জন্য পার্ক ষ্ট্রীটে একটা ভাল বাড়ী ভাড়া নিয়েছি। বাড়ীটা আমার এক বন্ধুর। ভাড়া দেড়শ টাকা"

"দেড়শ টাকা! আমি দেবো কো..."

মনে পড়িয়া গেল সে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হইয়াছে; এখন হাজার টাকা বাড়ীভাড়াও অনায়াসে দিতে পারে।

"বেশ যাব। আমার ঝিটীকেও সঙ্গে নেবো"

"ভাল কথা। একটা ঝি ত' চাইই। তাছাড়া ভজহরিকেও একটু স্থান দিতে হবে।"

"ভজহরি?"

"হ্যাঁ, ভজহরি। মাপ করবেন, আপনার জন্যে আমার একটু ভাবনা হচ্ছে; তাই জানাশোনা একজন লোককে আগলাবার জন্য রাখতে চাই"

"কিন্তু আমার জন্যে ভাবনা কেন? কোন বিপদের আশঙ্কা আছে?"

"আছে।"

"কার কাছ থেকে? সুনয়নী দেবী?"

"হ্যাঁ"

"সুনয়নীর ওপর এত রাগ কেন বলুন ত? প্রেমের অপমান করেছে বলে?"

"কি, আমি তাকে প্রেম নিবেদন করেছিলুম আর সে প্রত্যাখ্যান করেছিল?"

"তাই"

অপূর্ব্ব উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। বলিল—"সুনয়নীর কল্পনাশক্তি আছে বটে! কিন্তু তাহ'লে গণপতি না মরে অপূর্ব্বচন্দ্রই হরনাথের গুলিতে প্রাণ দিত"

বেলা অবাক হইয়া বলিল "কি সব অদ্ভুত কথা বলেন"

"তবে শুনুন। টেলিফোনে সুনয়নী গণপতিকে তার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে বলে। মন্মথ দরজার কাছে আস্‌তেই সুনয়নী তার বাপকে ইসারা করে। তাঁর ঘর পাশেই; তিনি গণপতিকে গুলি করেই পিস্তলটা তার কাছে ছুঁড়ে দেন। মন্মথ শব্দ শুনে ছুটে এসে দেখে গণপতির পাশে পিস্তল পড়ে রয়েছে; সে সেটা হাতে তুলে পরীক্ষা কর্‌ছিল। সুনয়নী মিথ্যা করে তাকে ফাঁসিয়ে ছিল, কেন না সমস্তটা তারই কৌশলে হয়েছিল।"

"সুনয়নীর নির্ম্মল মুখের পানে চাইলে কে আপনার কথা বিশ্বাস করবে?"

"ঐ মুখই তার সম্পদ। সে কথা যাক্, আপনি ভজহরিকে থাক্‌তে দিচ্ছেন ত?"

"কে সে?"

"আমার বিশেষ পরিচিত একটী লোক। যেমন চতুর তেমনি শক্তিমান্। তবে তার একটী হাত নষ্ট হয়ে গেছে এবং একটু খোঁড়া। একটু চা ও দুখানা রুটি দিলে সে চুপ করে এককোণে বসে থাক্‌বে। আপনাকে মোটেই বিরক্ত কর্‌বে না। রাত দশটায় আস্‌বে ও সকাল ৬টায় চলে যাবে।"

"এত করে যখন বল্‌ছেন তখন আমায় স্বীকার করতেই হবে।"

"আজ কোথাও যাচ্ছেন নাকি ?"

"সুজাতা সেনের বাড়ীতে বিকালে চায়ের নিমন্ত্রণ আছে।"

"সুজাতা সেন ? তাঁকে চিন্‌লেন কি করে ?"

"দেখুন আপনি একটু বাড়াবাড়ি কর্‌ছেন। সব কথা আপনাকে বল্‌তে যাব কেন ? তিনি আমার স্বামীর মৃত্যুর পরদিনই এসেছিলেন এবং নিমন্ত্রণ করে গেছেন। আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল"

"ভুল মিসেস্ বসু ! মন্মথ তাঁকে চিন্‌তই না। তিনি সুনয়নীর বন্ধু বটে"

"সুনয়নী ! আর সুনয়নী ! আপনি কি তাকে ভুল্‌তে পারেন না ? সুজাতা সেনের সঙ্গে আপনার বন্ধুর নিশ্চয় পরিচয় ছিল ; তাঁর ছেলেবেলার ফটো দেখ্‌লুম"

"তাও সুনয়নী দিয়েছে"

বিরক্ত হইয়া বেলা বলিল "আপনার কথা আর শুন্‌তে চাই না। আমার অনেক কাজ আছে"

অপূর্ব্ব চিন্তিত মনে বাড়ী ফিরিল।

সুজাতা সেন সেই শ্রেণীর নারী যাহারা অভিজাত শ্রেণীর বলিয়া পরিচয় দিতে প্রাণান্ত করে। টাকা কড়ির সংস্থান বিশেষ না থাকিলেও পূজায় ও বড়দিনে কলিকাতার বাহিরে 'হাওয়া খাইতে' যাওয়া চাইই। তিনি যখন বেলার গৃহে দর্শন দিলেন তখন সে আশ্চর্য্য না হইয়াই পারে নাই। মন্মথর বন্ধু বলিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতে তাহার বাধে নাই। তাহার মন এরূপ বিকল হইয়াছিল যে সে তাঁহার নিমন্ত্রণ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিল।

শশাঙ্ক বাবু বেলার হাতে বিবাহের পরদিনই এক লক্ষ টাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন। তাহার দেনা শোধ করিবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নতুন কেনা একখানি শাড়ী পরিয়া সে সুজাতাদের বাড়ী উপস্থিত হইল। সুনয়নীকে সেখানে দেখিবার আশা করে নাই। হরনাথ বাবুকে দেখিয়া প্লাজার টাকমাথার লোকটীর কথা মনে পড়িল। অপূর্ব্ব যে-সব কথা বলিয়াছিল তাহা মনে হইতেই অস্বস্তি বোধ করিল। সুনয়নী তাহার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিল—"সুজাতা, আমাদের কথা তুমি বেলাকে বলনি?"

"বলেছি বই কি ভাই। মন্মথর সব আত্মীয়ের সঙ্গেই যে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে তা উনি জানেন।"

তাইত কি ভাবিতেছিল বেলা! অপূর্ব্বর সন্দেহ অহেতুক।

একপাশে বসিয়া সুনয়নী বলিল "হঠাৎ বড়লোক হয়ে কেমন লাগ্‌ছে?"

"ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌ছি না"

"তোমার উকিল কে? ঐ অপূর্ব্ব বাবুই ত'। মন্মথ বাবুর উকিল ত উনিই। উকিলদের কর্ত্তামী করা কেমন একটা অভ্যাস। তাহ'লেও অপূর্ব্ববাবু লোক ভাল। আমাকে কিন্তু ভারি অপছন্দ করেন; সুজাতাকেও দেখ্‌তে পারেন না।"

"আমায় কিন্তু ঘৃণা করেন না।"

"তোমায় কেউ ঘৃণা করতে পারেন? তুমি বল্‌ছি বলে রাগ কোর না ভাই। এমন্ রূপসী বিত্তশালী মক্কেলকে কি কেউ ঘৃণা করতে পারে!" বলিয়া তাহার গালে ঈষৎ চাপ দিল। বেলা লজ্জিত হইল।

"অপূর্ব বাবু যে তোমায় আমাদের বিষয়ে নানা কথা বলেছেন তার কারণ ঐ ছুতো করে তিনি বার বার তোমার কাছে আসতে পার্‌বেন।"

বেলা মাথা ন্যাড়িয়া বলিল "না ভাই, সে ভার ভজহরির উপর দিয়েছেন"

"ভজহরি?"

"হ্যাঁ, তাঁর বিশেষ বিশ্বাসী লোক। তার কোন বালাই নেই।"

"কোন ডিটেক্‌টিভ্ নাকি?"

"না, পরিচিত কোন লোক"

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সুনয়নী ও হরনাথ বাবুর সহিত বেলা বাড়ীর বাহিরের সিঁড়ির উপর আসিয়া দাঁড়াইল। সুনয়নী তাহার সহিত কথা বলিতেছিল। হরনাথ বাবু পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইলেন। বাড়ীর রেলিং-এর ধারে একটী লোক হেঁট হইয়া জুতার ফিতা বাঁধিতেছিল। আর কাহাকেও পথে দেখা যায় না। রাস্তায় নামিয়া তাঁহারা চলিতে সুরু করিলেন। হরনাথ বাবু বলিলেন "আমার গাড়ী আস্‌বার কথা আছে, তাতেই তোমায় পৌঁছে দেবো।" দূর হইতে একটা মোটর গাড়ী আসিতে দেখা গেল। গাড়ী দ্রুতগতিতে যেন বেলার দিকেই ছুটীয়া আসিতেছে। বেলা হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। সুনয়নী ও হরনাথ বাবু যে রাস্তার পাশে একটু দূরে সরিয়া গিয়াছেন তাহা সে দেখিতে পাইল না। হঠাৎ একটু দুলিয়া গাড়ীটী একবারে বেলার সাম্‌নে আসিয়া পড়িল; মৃত্যু অবধারিত বুঝিয়া বেলা চোখ বুজিল। পাশ হইতে কে দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরিয়া তাহাকে বেড়ার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল। গাড়ীটী শব্দ করিয়া অল্প দূরে দাঁড়াইল।

হরনাথ বাবু ও সুনয়নী ছুটীয়া আসিলেন "খুব বেঁচে গেছ! ড্রাইভার মদ্ খেয়েছে বোধ হয়।"

সে কোন জবাব দিতে পারিল না, শুধু ঈষৎ মাথা নাড়িল. রক্ষাকর্ত্তার দিকে ফিরিয়া দেখিল ডানহাত পকেটে পুরিয়া অদূরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। লোকটী বলিল "নমস্কার! আমার নাম ভজহরি! আজই কাজে যোগ দিয়েছি।"

পরদিন সকালে কয়েকটা দলিলপত্রে বেলার সহি করাইতে আসিয়া অপূর্ব্ব এই ঘটনার কথা শুনিল। বেলা অবশেষে বলিল "আপনার ভজহরি ছিল বলে এ যাত্রা প্রাণটা বেঁচেছে।"

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল "এখন সে কোথায়?"

"কি জানি! ঐ ঘটনার পরই সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোথায় চলে গেল। আর তাকে দেখিনি। কাল রাতে বাড়ী ঢোকার সময় তাকে একবার যেন দেখেছিলুম মনে হ'ল। আচ্ছা কি করে সে সেখানে হাজির হ'ল বল্‌তে পারেন?"

"আমি যে তাকে সন্ধ্যার পর থেকে সারারাত আপনার পাহারায় থাক্‌তে বলেছি।"

"আপনার কথা শুনে হাস্‌ব না রাগ কর্‌ব বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। ঘটনাটা ত' সম্পূর্ণ আকস্মিক!"

"আমার তা মনে হয় না। ড্রাইভারটাকে একটু ভাল ক'রে লক্ষ্য কর্‌লে বুঝ্‌তেন।"

"কেন?"

"প্লাজা থেকে যে ড্রাইভার আপনাকে নিয়ে পালাচ্ছিল এ সেই লোকটা।"

বেলা সে কথা বিশ্বাস করিল না। শুধু বলিল "যাক্ সে কথা! আপনার ভজহরিকে কিন্তু আমার পছন্দ হয়েছে। কি তার শক্তি। অনায়াসে সে আমায় তুলে ধরেছিল। গাড়ীর ষ্টীয়ারিং একটু খারাপ হয়েছিল বোধ হয়।"

"তা ঠিক্! তা না হ'লে সুনয়নী দেবীর সাম্‌নে গিয়েই থেমে গেল কি করে?"

"আপনার কি বিশ্রী সন্দেহ! মানুষ কখনো ইচ্ছে করে মানুষকে শুধু শুধু মার্‌তে পারে?"

"নিশ্চয়ই পারে। এই দু' হাজার বছরে তার প্রকৃতি একটুও বদ্‌লায় নি।"

অপূর্ব্ব আর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া চলিয়া গেল। দুইদিন পরে বেলা পার্ক ষ্ট্রীটের নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। ক্ষিরোদা নামে একটী দাসী রাত্রে শুইবার জন্য নিযুক্ত হইল। রাত্রি সাড়ে ৯টায় ভজহরি আসিল। বেলা তাহাকে বলিল—"তোমার জন্যেই আমার প্রাণটা সেদিন বেঁচেছে।"

"দিদিমণি ওটা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এইজন্যেই আমায় রাখা হয়েছে"

"চল তোমার ঘর দেখিয়ে দি"

ঘর দেখিয়া ভজহরি বলিল "এত আলো আমি সহ্য কর্‌তে পারি না দিদিমণি। আমি অন্ধকারে বেশ থাক্‌ব।" বেলা চলিয়া গেল। লোকটীকে কিরূপ অদ্ভুত মনে হইল। পরদিন সে কথা অপূর্ব্বকে বলিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। ক্ষিরোদা

কিন্তু সহ্য করিতে পারিল না। পরদিন রাত্রে ভজহরি আসিতেই সে ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা করিল। বেলার কাণে সে শব্দ যাইতেই সে দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ভজহরি তখন ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—

"আমার অন্ধকারই ভাল লাগে। রংপুরের জেলের কথা মনে আসে। তুমিও ত' জান, যখন দু'বৎসর সে জেলে বাস করেছিলে"

"মিথ্যাবাদী কোথাকার!" ক্ষিরোদা চীৎকার করিয়া উঠিল।

"এখন তুমি ক্ষিরোদা বটে, কিন্তু সে সময়ে তোমার নাম ছিল বৃন্দা দাসী। মনিবের টাকা চুরি করেই ত জেল হয়েছিল"

ভীতকণ্ঠে ক্ষিরোদা বলিল "অপমান হ'তে চাই না; আজই আমি চাকরী ছেড়ে দেবো" এমন্ সময়ে বেলা প্রবেশ করিল। বলিল—

"কি হয়েছে, ভজহরি?"

"এই ক্ষিরোদার সঙ্গে একটু তর্ক কর্‌ছি।"

"তুমি ওকে চোর বল্‌ছ?"

"তা বল্‌ছি বৈকি! ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না কেন"

বেলা ফিরিয়া দেখিল ক্ষিরোদা সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিল ক্ষিরোদা বা ভজহরি কেহ নাই। মুখ হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া চা-তৈয়ারীর জন্য প্রস্তুত হইতেছে এমন সময়ে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল—

"ঝি রাখ্‌বেন? আমায় এই ঠিকানাই দিয়েছে"

বেলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কে তোমায় বল্লে ?"

"আমায় টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল আস্‌বার জন্য। সকাল বেলাই চলে এসেছি।"

"ওঃ! বেশ।"

হরনাথ বাবু একটী ক্লাব স্থাপন করিয়াছিলেন; নাম দিয়াছিলেন "সংস্কার গৃহ।" যে সকল লোক সঙ্গদোষে বা বুদ্ধির দোষে বিপথে গিয়াছে তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিয়া সামাজিক জীবে পরিণত করাই এই ক্লাবের উদ্দেশ্য। বহু জেল ফেরৎ খুনী আসামী, চোর-জোচ্চোর এই ক্লাবের সদস্য ছিল। মাঝে মাঝে ২।৪জন সভ্যকে বাড়ীতে আনাইয়া চা খাওয়াইতেন। সুনয়নীই তাহাদের চা পরিবেশন করিত। সেদিনও দুইজন অতিথি হরনাথ বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিল। চেহারা দেখিলে জেল-ফেরৎ বলিয়া বুঝিতে দেরী হয় না। সুনয়নী পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে বলিতেছিল "তোমাদের দেখে ভারি খুসী হয়েছি; তোমার নাম ত' শিবু, আর তোমার ?"

"আজ্ঞে! বিশু"

"বেশ! বেশ! সংস্কার ক্লাবের সভ্যদের আমার খুব ভাল লাগে। শিবু, তুমি ত সবেমাত্র জেল থেকে বেরিয়েছ না ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমি কোন দোষ করিনি।"

সহানুভূতির সুরে সুনয়নী বলিল "তা আমি জানি। আর যদি কিছু দোষ করেই থাক, তাতে তোমাদের কোন হাত নেই। তোমাদের কত অভাব, অথচ এই ক'লকাতা সহরে কতলোক রয়েছে যারা বিলাসীতায় ডুবে রয়েছে; সে টাকায় তোমাদের জীবন কেমন সুখে চলে যায়।"

"ঠিক্ বলেছেন!"

"আমি একজন মেয়েকে জানি। এই—নম্বর পার্ক ষ্ট্রীটে থাকে। অনেক টাকার মালিক। বোকার মত সে জানালা খুলে শুয়ে থাকে; তার জানালার পাশ দিয়ে একটা নল ছাত পর্য্যন্ত উঠে গেছে; সেটা বেয়ে অনায়াসেই ঘরে ঢোকা যায়। তার অনেক গহনা আছে; মাথার বালিশের তলায় শোবার সময় রাখে; টাকা কড়িও এদিকে-ওদিকে ছড়ান থাকে। এ রকম করে থাকার মানে দুর্ব্বল লোককে প্রলোভিত করা, নয় কি?"

সুনয়নী চাহিয়া দেখিল শিবুর চোখ্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আবার বলিতে-লাগিল—

"আমি তাকে কতবার বলেছি যে এতে বিপদ আছে, কিন্তু সে হেসে উড়িয়ে দেয়। বাড়ীতে একটা বুড়ো লোক শোয়; একে খোঁড়া তায় একটা হাত নষ্ট হয়ে গেছে। অবিশ্যি মেয়েটা চেঁচালে বুড়োটা ছুটে আস্‌তে পারে, কিন্তু চোর কখন তাকে চেঁচাতে দেবে না; কি বল?"

শিবু ও বিশু পরস্পরের দিকে চাহিল। একজন কোনরকমে বলিল—"না"

"তাছাড়া চোর যদি চালাক হয়, অনায়াসেই পালাতে পারে আর নিশ্চয়ই তাকে এমন্‌ভাবে ফেলে আস্‌বে না যে পরে সে কোন কথা বল্‌তে পারে।"

"তা নিশ্চয়ই!"

"—নম্বর পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীটা যেরকম তাতে একদিন থাক্‌তে পারতুম না"

"—নম্বর পার্ক ষ্ট্রীট" অন্যমনস্কভাবে শিবু বলিল।

সুনয়নী জানিত শিবু দশ বৎসর জেল বাস করিয়া আসিয়াছে; এবার ধরা পড়িলে তাহাকে সারাজীবন জেলেই থাকিতে হইবে। অতিথিদের বিদায় দিয়া নিজের ঘরে আসিয়া বসিল। এমন সময়ে বৃন্দা ওরফে ক্ষিরোদা প্রবেশ করিল।

"দিদিমণি চাক্‌রী গেল। ঐ ভজহরিটা সব জানে।"

"হুঁ!" বলিয়া সে কি চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বৃন্দাকে বিদায় দিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইল। হরনাথ বাবু তাহার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

নাগিনা

হরনাথ বাবু হাতের সংবাদপত্রটী টেবিলের উপর রাখিয়া সুনয়নাকে বলিলেন—

"বিশুকে তোমার মনে আছে?"

সুনয়না ঘাড় নাড়িয়া বলিল "হঁ্যা, কি হয়েছে?"

"এখন সে হাঁসপাতালে। পার্ক ষ্ট্রীটে একটা বাড়ীতে সে ও শিবু চুরি করতে গিয়ে দোতলা থেকে পড়ে পা ভেঙ্গেছে। শিবু তাকে কাঁধে করে হাঁসপাতালে নিয়ে গেছে"

"বেশ হয়েছে" ধীরভাবে সুনয়না বলিল "পুলিশে খোঁজ করছে ত?"

"আরে না, না। কেউ জানে না। আমি 'সংস্কার গৃহে' শুনলুম।"

"মরুক্ গে! আমি ভজহরির কথা ভাব্‌ছি। সে যে কে, কিছুই ঠিক্ করতে পাচ্ছি না। রোজ রাত্রে একটা ট্যাক্সি চেপে আসে; কখনো শ্যামবাজারে চাপে, কখনো হাবড়ায়, আবার কখনো বেলেঘাটায়"

"ডিটেক্‌টীভ্ বলে কি মনে হয়?"

"কি জানি! ক'লকাতার কেউ নয়। বাইরে থেকে যদি এসে থাকে ত বলতে পারি না।"

"আচ্ছা, খোঁজ করে দেখ্‌ব। উঠি, আমায় একবার উল্‌টোডিঙ্গির হাঁসপাতালে যেতে হবে।"

বিশ মিনিট পরে হরনাথের গাড়ী ডাক্তার সরকারের পাগ্‌লা হাঁসপাতালের সাম্‌নে আসিয়া থামিল। ডাক্তার সরকার ভিয়েনা হইতে মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার ডিক্রি লইয়া আসিয়া উল্‌টাডিঙ্গিতে একটী ছোট হাঁসপাতাল খুলিয়া বসিয়াছিলেন। কয়েকটী পাগল সর্ব্বসময়েই তাঁহার হাঁসপাতালে থাকিত। সমাজ সংস্কারক হিসাবে হরনাথ বাবু এই প্রাইভেট্ চিকিৎসালয়টী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকারের সহকর্ম্মী তাঁহাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখাইতেছিল। একটী পাগল তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ডাক্তার তাহার পরিচয় দিয়া বলিলেন যে তাহার স্বভাব ভয়ঙ্কর। হরনাথ বাবু তাহার সহিত কথা বলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। পাগলটী, হরনাথ বাবু নিকটে যাইতেই বলিল "আমায় মিছামিছি ধরে রেখেছে। মেয়েরা বিচার করেছিল বলে আমায় বন্দী করেছে। আমার শক্ররা ঢাকা থেকে ক'লকাতায় এসেছে। একবার ছাড়া পেলে খুন কর্‌ব।"

হরনাথ বাবু উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে চলিল। নিম্নকণ্ঠে বলিলেন "আমিও জানি তারা ক'লকাতায় এসেছে ; কোথায় আছে তাও জানি"

"কি কর্‌ব! পাগল বলে' ধরে রেখেছে।"

হরনাথ বাবু আবার নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—

"কাল রাত বারটায় এসে যদি মুক্তি দিই তাহ'লে—"

"তাহ'লে প্রতিহিংসা!"

দশ মিনিট পরে খুসী মনে হরনাথ বাবু নিজের মোটরে বাড়ী ফিরিলেন।

বেলার সহিত সুনয়নী দেখা করিতে আসিয়াছিল।

সুনয়নী বলিল—

"নতুন বাড়ী কেমন লাগ্‌ছে?"

"বেশ আছি, কোন গোলমাল নেই। শুধু সেদিন রাত্রে যা একটু গোলমাল হয়েছিল।"

"কি হয়েছিল?"

"কি হয়েছিল তা জানি না। ভোর বেলার দিকে মনে হ'ল কে যেন যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে; উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌লুম নীচে উঠানে দুজন লোক রয়েছে। তাদের একজন বোধ হয় আঘাত পেয়েছিল। কি হ'য়েছিল জান্‌তে পারিনি।"

"মাতাল বোধ হয়! চারিদিকে এত জিনিষ নিয়ে থাক কি করে। কত আগ্‌লাতে হয় বল দিকি? চাবি দিয়ে না রাখ্‌লে

চলে না, অথচ চাবি হারাতেও খুব। তোমার খুব সাবধান হওয়া উচিত।"

"তা যা বলেছ! আমার ঘরের ত' দুটো চাবি। একটা আমার কাছেই থাকে আর একটা এই ড্রয়ারে" ; টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া চাবিটী সুনয়নীকে দেখাইল।

"অপূর্ব্ব বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?"

"না ভাই, তোমার কথা ফল্‌ল না। তিনি দরকার না পড়্‌লে আসেন না।"

"কাজে ব্যস্ত আছেন বোধ হয়। ঐ যা! কি করলুম!" সুনয়নীর হাতের পেয়ালা উল্টাইয়া সমস্ত চা টেবিলের উপর পড়িয়াছে ; সুনয়নী নিজের রুমাল দিয়া তাহা পুঁছিয়া দিতে গেল।

"রুমালটা কেন নষ্ট কর্‌বে ভাই। আমি একটু কাপড় ছেঁড়া নিয়ে আস্‌ছি" বলিয়া বেলা ছুটীয়া চলিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল সুনয়নী টেবিলের দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

"দাও রুমালটা কেচে দি"

"আমিই কেচে নেব এখন" হাসিয়া সুনয়নী বলিল। তাহার পর হাতের ব্যাগটী খুলিয়া পুরিয়া রাখিল। সুনয়নীর রুমালের মধ্যে তখন বেলার ড্রয়ারের মধ্যকার চাবি অদৃশ্য হইয়াছে।

পরদিন সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশিত হইতে দেখা গেল।

ভীষণ পাগল পালাইয়াছে

"উল্টাডিঙ্গি পাগলা হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাক্তার সরকার জানাইয়াছেন যে গত কল্য রাত্রে একটী ভয়ঙ্কর প্রকৃতির উন্মাদ হাসপাতাল হইতে পলায়ন করিয়াছে। বহু অনুসন্ধান করিয়াও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তাহার মানুষ খুন করিবার প্রবৃত্তি ভয়ঙ্কর প্রবল। কোন সংবাদ পাইলে অধ্যক্ষকে অবিলম্বে জানাইবেন।"

বেলা পিয়ানো বাজাইতেছিল। ভজহরির সাড়া পাইয়া পিয়ানো বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ভজহরির নীরব আগমন ও প্রত্যাবর্ত্তন তাহার ভাল লাগিত না। গভীর রাত্রে নিঃশব্দচরণে বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেও দেখিয়াছে। দুইবার সে বেলার প্রাণরক্ষা করিলেও তাহার উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করে। ভজহরিকে দেখিলেই তাহার অপূর্ব্বর কথা মনে আসে। অপূর্ব্বকে সে আজো বুঝিতে পারিল না। অপূর্ব্বর কর্ত্তামি দেখিয়া তার রাগ হয়, তবু অপূর্ব্বর কথা ভাবিতে বেশ লাগে। ভজহরিকে কাল বিদায় দিবে স্থির করিয়া শয্যাগ্রহন করিল এবং ঘুমাইয়া পড়িল.........

হঠাৎ বেলা জাগিয়া উঠিল। হল ঘরের ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। চোখ খুলিতেই জানালার প্রতি

দৃষ্টি পড়িল। জানালা উন্মুক্ত। বেশ তাহার মনে পড়ে শুইবার সময় জানালা আঁটিয়া শুইয়াছে। কে তাহা হইলে খুলিল? অজানা আতঙ্কে তাহার বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। প্রথমেই ভজহরির কথা মনে হইল; তাহার নাম স্মরণে যে এতটা স্বস্তি আছে কে জানিত! অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না; শুধু চাঁদের স্তিমিত আলোর একটা ক্ষীণ রেখা জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ মশারীর এককোণ নড়িয়া উঠিল; ভয়ে চীৎকার করিতে গেল, কণ্ঠ দিয়া শব্দ বাহির হইল না; অসহায়ের মতএকদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া শুইয়া রহিল। মশারী আবার নড়িয়া উঠিল; একটা অস্পষ্ট মূর্ত্তি চোখে পড়িল।

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বেলা বিছানা হইতে উল্টাদিকে লাফাইয়া পড়িয়া দরজা লক্ষ্য করিয়া ছুটীল। কিন্তু লোকটী পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল; বেলাকে দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে হইল না। দুই হাতে বেলার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া বিছানার উপর টিপিয়া ধরিল; আর মাত্র কয়েক মিনিটের অপেক্ষা, তারপর বেলার প্রাণহীন দেহ শয্যায় লুটাইবে। কিন্তু বেলার আশঙ্কা সফল হইল না। কয়েক মুহুর্ত্ত পরে লোকটীও তাহার গলা ছাড়িয় তাহারই পাশে লুটাইয়া পড়িল।

বেলা চাহিয়া দেখিল একটী দীর্ঘাকৃতি লোক দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে; তাহার হাতের রক্তমাখা ছুরিকাখানি নিজের পরিধানের বস্ত্র দিয়া সযত্নে মুছিতেছে। দেখিলেই উন্মাদ বলিয়া মনে হয়; হঠাৎ তাহার

মনে পড়িল সেইদিন সকালে সে দুর্দ্দান্ত পাগলের পলায়নের সংবাদ পড়িয়াছে। প্রাণভয়ে সে মুক্তির জন্য ছুটিল কিন্তু সেই উন্মাদ লোকটা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। বুকের কাছে টানিয়া তাহাকে শান্তভাবে বলিল "বিচারে আমায় শাস্তি দিয়াছিলে না সুন্দরী!" তন্মুহূর্ত্তেই ঘরের আলো জ্বলিয়া উঠিল; দেখা গেল ভজহরি পাগলটীর প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চীৎকার করিয়া ভজহরি বলিল "ছুরি ফেলে দাও নইলে খুন কর্‌ব।"

পাগলটী আস্তে আস্তে তাহার দিকে ফিরিয়া "নমস্কার ক্যাপ্টেন! বড় সময়ে এসে পড়েছ! সুন্দরীর বিচার কর্‌তে কিন্তু ভুলো না" বলিয়া ছুরিকা ত্যাগ করিল।

পার্ক ষ্ট্রীটে ভীষণ দুর্ঘটনা

ভদ্র মহিলার শয়ন-কক্ষে খুনী উন্মাদ

"ডাক্তার সরকারের উন্মাদ আশ্রম হইতে একটি পাগলের পলায়নের সংবাদ পূর্ব্বেই দিয়াছি। অদ্য সকালে চার ঘটিকায় টেলিফোনে আহূত হইয়া থানার ইনস্‌পেক্টর পার্ক ষ্ট্রীটে—নম্বর বাড়ীতে যান। তথায় ঐ পাগলটীকে বন্দী করেন। ঐ বাড়ীর অধিবাসী মন্মথ বসু মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী বেলা দেবী সেই কক্ষে আর একটী লোকের দর্শন মিলে... তাহার নাম

শিবু……একজন দাগী আসামী। তদন্তে প্রকাশ যে নল বাহিয়া জানালা দিয়া শিবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; শ্রীমতী বেলা দেবী তাহাকে দেখিতে পান। অপ্রত্যাশিতভাবে পাগলটী সেই সময় উপস্থিত না হইলে বেলা দেবীর প্রাণরক্ষা হইত কিনা সন্দেহ। পাগলটী কেমন করিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়াছিল তাহা বোঝা যায় নাই। পাগলটীর মনের ধারণা নারীরা তাহার বিরোধী হইয়া তাহাকে উন্মাদ আশ্রমে আটকাইয়া রাখে; তাই নারী জাতির প্রতি তাহার একটা হিংসা আছে। সেই বাড়ীর একটী মজুর উপস্থিত হইয়া পাগলকে বাধা না দিলে মহিলাটীর জীবন বিপন্ন হইত।”

সংবাদপত্রে এই খবরটী পড়িয়া সুনয়নী হাসিয়া তাহা সরাইয়া রাখিল। বেলার বাড়ী আসিয়া দেখিল অপূর্ব্ব বসিয়া রহিয়াছে।

বেলার হাত সস্নেহে ধরিয়া বলিল “ভাই কাগজে তোমার বিপদের কথা পড়ে অবাক্ হয়ে গেছি।”

বেলা মুখে হাসি আনিয়া কহিল—“আমি অপূর্ব্ব বাবুকে সেই কথাই বল্‌ছিলুম। আমার চেয়ে ভজহরিই সব জানে। আমি ত’ ভাই অবলানারীর মত অজ্ঞান হ’য়ে পড়েছিলুম।”

“কি করে পাগলটা তোমার শোবার ঘরে ঢুকেছিল ভাই”

“দরজা দিয়ে”

অপূর্ব্ব যোগ দিল—“ভারি মজার! চাবি দিয়ে দরজা খুলেই ঢুকেছিল। নিশ্চয়ই কেউ তাকে এখানে এনে ঘরটা দেখিয়ে

দিয়েছিল। দিয়াশালাই জেলে ঘরটা যাতে ভুল না হয় তাও দেখেছিল। দরজার গোড়ায় দুটো দিয়াশালাই কাঠীও পেয়েছি।"

"পাগলটাই বোধ হয় দিয়াশালাই জেলে ঘরটা ঠিক্ করেছে"

"ভুল কর্‌লেন সুনয়নী দেবী। আগুন দেখে এ লোকটা ভয় খেত। ডাক্তার সরকার একথা বলেছেন। ভাল কথা! আপনার বাবা একদিন এই উন্মাদ আশ্রমে গিয়ে ঐ লোকটার সঙ্গে কথা বলেছিলেন জানেন কি?"

একটু ভাবিয়া সুনয়নী জবাব দিল "হ্যাঁ, বাবা বল্‌ছিলেন বটে! সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে বই লিখ্‌ছেন, তাই তথ্য জোগাড় করে বেড়াচ্ছেন। আপনি এমন্ পেঁচিয়ে কথা বল্‌ছেন যেন সবই আমার চক্রান্ত।"

বেলা তাড়াতাড়ি বলিল "কিছু মনে কোরো না ভাই! অপূর্ব্ব বাবু অমন কথা ভাব্‌তে পারেন না।"

অপূর্ব্ব কি বলিবে ঠিক্ করিতে পারিল না। অন্যমনস্কভাবে বলিল "দেখুন সুনয়নী দেবী, আপনার এবারে বিয়ে করে সংসারী হওয়া উচিত।"

সুনয়নী দেবী এ সুযোগ ছাড়িলেন না। আঘাত দিবার এমন সুযোগ সব সময়ে পাওয়া যায় না। বলিল "তা যা বলেছেন অপূর্ব্ব বাবু!" তারপর "কিন্তু আপনাকে কিছুতেই বিয়ে কর্‌তে পার্‌ব না" নিম্নকণ্ঠে বলিয়া উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই উঠিয়া গেল।

অপূর্ব্ব নিষ্ফল ক্রোধে মূক হইয়া বসিয়া রহিল।

রেঙ্গুণে একটী সুসজ্জিত বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিবার মত সঙ্গতি সুজাতার ছিল না। তাই যখন সেখানে কিছুদিনের জন্য বেড়াইতে যাবার কথা সুনয়নী বলিল তখন সে উৎসাহ দেখাইল না। কিন্তু সেখানকার বাসাখরচ সুনয়নীই বহন করিবে জানাইলে সুজাতা উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সুনয়নীর ইঙ্গিতে বেলাকেও নিমন্ত্রণ করিল। হঠাৎ প্রচুর ধনের মালিক হইয়া বেলার অভ্যস্ত জীবনের মধ্যে একটা ছেদ পড়িয়াছিল; কেবলমাত্র আলসেমি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই রেঙ্গুন যাত্রার কল্পনায় একটা নতুন উত্তেজনার সন্ধান পাইল। সে এককথায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল। মিষ্ট কথায় কিছুদিনের জন্য ভজহরিকে ছুটী দিল।

একদিন প্রাতে আউটরাম ঘাটে জাহাজে চড়িয়া সুজাতার সহিত রেঙ্গুন যাত্রা করিল। সুজাতার নূতন বাসায় সুনয়নী বা হরনাথ বাবুকে দেখিবে বেলা আশা করে নাই। তাঁহারা দুইদিন পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুনয়নী সাদরে বেলাকে আহ্বান করিল। হরনাথ বাবু, সুনয়নী ও বেলা হলঘরে বসিয়া সন্ধ্যার সময় গল্প করিতেছিলেন; সুজাতা আসিয়া খবর দিল বাগানের মালীর শিশুপুত্রের বসন্ত হইয়াছে। "বসন্ত"

শুনিয়াই হরনাথ বাবু চম্‌কাইয়া উঠিলেন। সুনয়নী বেশ সহজ কণ্ঠেই বলিল "অত ভয় পাচ্ছ কেন বাবা? এদিক্‌টায় একটু হচ্ছে! আচ্ছা ভাই বেলা, তুমি টীকে নিয়েছ ত?"

"সেই কবে ছেলেবেলায় একবার দিয়েছিল, তারপর আর কখনও নেওয়া হয়নি।"

"তাতে ক্ষতি নেই। আজি ছেলেটাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। মালীর ঘরটাও বাগানের এককোণে, ইন্‌ফেক্‌শনের ভয় নেই। সহর দেখ্‌তে যাবে না বেলা?"

"বড্ড ক্লান্তি বোধ কর্‌ছি, অথচ লোভও হচ্ছে।"

"বাবা, তুমি বেলা ও সুজাতাকে নিয়ে সহরটা দেখিয়ে নিয়ে এসো। তোমরা ফির্‌তে ফির্‌তে ছেলেটাও হাঁসপাতালে চলে যাবে।"

"তুমি আস্‌বে না?" বেলা প্রশ্ন করিল।

"না ভাই আজ রাত্রে আর যাব না। পা-টা একটু মচ্‌কে গেছে। বাবা!"

সুনয়নীর ডাকের মধ্যে এমন একটা সুর ছিল যে হরনাথ বাবু আর দ্বিধা করিতে পারিলেন না। বলিলেন—"এই যে ম নিয়ে যাচ্ছি!"

তাঁহারা চলিয়া গেলে সুনয়নী নিজের শয়নকক্ষে আসিল। ট্রাঙ্ক খুলিয়া লম্বা রবারের কোটটা বাহির করিয়া পরিল। সুজাতার ঘরে একবোতল 'হাইড্রজিন পারক্সাইড্' দেখিয়াছিল; একটা বড় রুমাল বাহির করিয়া পারক্সাইড্ দেওয়া জলে ভাল করিয়া কাচিয়া লইয়া নিঙ্ড়াইবার পর গলায় ফাঁস দিয়া বাঁধিল। মাথার উপর রবারের 'বেদিং-ক্যাপ' টানিয়া দিল; হাতে রবারের দস্তানা পরিয়া আর্শিতে নিজের অপরূপ বেশ দেখিয়া একটু হাসিল।

ঘরের বাতি নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দচরণে বাগানে আসিয়া পড়িল। ঝি-চাকরগুলি তখন রান্নাঘরের পাশে ভোজনে বসিয়াছে। মালীর ঘরের জানালা দিয়া একটা আলো জ্বলিতে দেখা যাইতেছিল। ঘরের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, হয়ত আকুল আগ্রহে মা গেটের কাছে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রুমালটা নাক ও মুখের উপর টানিয়া দিয়া সুনয়নী ঘরে প্রবেশ করিল। আর দ্বিধা না করিয়া শিশুটাকে বুকের উপর তুলিয়া লইল এবং একটা কাঁথা ঢাকা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইল। সিঁড়ি দিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া বেলার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। পাশের ঘর হইতে যে আলো আসিতেছে

তাহাতে বিছানা স্পষ্ট দেখা যায়। বিছানার ঢাকা সরাইয়া কাঁথা খুলিয়া লইয়া শিশুটীকে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিল। শিশু তখন জ্বরের ঘোরে অচেতন। গায়ের ঘাগুলি বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে; মুখ হইতে রস গড়াইয়া পড়িতেছে। শিশুটীকে শোয়াইয়া দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। আধঘণ্টা পরে শিশুটীকে ঢাকিয়া যথাস্থানে রাখিয়া আসিল। পুনরায় যখন বেলার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে তখন বাহিরে মোটরের আওয়াজ পাইল। বিছানা ঠিক্ করিয়া পাতিয়া দিয়া একটু সুগন্ধি ছড়াইয়া দিল। বাগানে নামিয়া কোট, টুপি, দস্তানা ও রুমাল খুলিয়া একটা বাণ্ডিল করিয়া বাড়ির পিছন দিকের ময়লা স্তূপের মধ্যে ফেলিয়া দিল। এমন্ সময়ে কাণে আসিল আম্বুলেন্স চলিয়া যাইবার শব্দ।

* * * *

বেলা সহর হইতে ফিরিল একবারে ক্লান্ত হইয়া। তখন রাত দশটা হইয়াছে। সুজাতা নিজকক্ষে চলিয়া গেল। সুনয়নী বেলাকে লইয়া গল্প জমাইয়া বসিল। অবশেষে বাধ্য হইয়া বেলাকে বলিতে হইল "ভাই ঘুমে চোখ্ জুড়ে আস্‌ছে; আর বস্‌তে পারছি না।" সুনয়নী তাহাকে স্নেহভরে জড়াইয়া ধরিয়া দ্বার পর্য্যন্ত দিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল শোফার উপর তাহা জন্য বিছানা পাতা। শয়ন কক্ষ ইহার সংলগ্ন। বেশ পরিবর্ত্তন

করিয়া শয়নকক্ষের দ্বার খুলিতেই একটা তীব্র গন্ধ নাকে আসিয়া লাগিল। ঘর শোধন করিতে যেপ্রকার ঔষধ ব্যবহার হয় ঠিক্ তেমনি। কোথা হইতে গন্ধ আসিতেছে দেখিবার জন্য আলো জ্বালিল। বিছানার কাছে আসিয়া দেখিল জলে ভাসিয়া যাইতেছে; চাদর বাহিয়া জল টপ্ টপ্ করিয়া নীচে পড়িতেছে। শুইবার কোন উপায় নাই। মেজের উপর চাহিয়া দেখিল একটী খালি বোতল পড়িয়া রহিয়াছে; উপরে লেখা "পারঅক্সাইড্ অফ্ হাইড্রজেন্।"

বেলা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিল। এত রাত্রে ডাকাডাকি করিয়া গোলমালের সৃষ্টি করিতেও তাহার মন সরিল না। পাশের ঘরে শোফার উপর শয্যার কথা মনে পড়িতেই সে আসিয়া অঙ্গ এলাইয়া দিল ও গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইল।

সুনয়নীর চোখে কিন্তু ঘুম ছিল না। কোলের উপর একটা মোটা বই লইয়া সে পড়িতেছিল—"রোগ ঐরূপ সাংঘাতিক হইলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই অচিরে মৃত্যু হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ ধরা পড়িবার পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়" এই পর্য্যন্ত পড়িয়া সে বই বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া সুনয়নী শুনিল রাত্রে এক মজার ঘটনা হইয়া গিয়াছে। কে রসিকতা করিয়া বেলার বিছানায় জল ঢালিয়া রাখিয়াছিল। বেলাকে শোফার উপর শুইয়া রাত কাটাইতে হইয়াছে। চা-পানান্তে পিতা-পুত্রীতে গল্প হইতেছিল। হরনাথ বাবু বলিতেছিলেন "মা, এসব ছেড়ে তুই সেই জমিদারের ছেলেটাকেই বিয়ে কর।"

"তাকে বিয়ে কর্‌বার আমার একটুও সাধ নেই। জমিদারীর আয় ত বছরে ৫০০০ টাকা। না আছে বুদ্ধি, না কিছু।"

কিছুকাল নীরব থাকিয়া হরনাথ বাবু বলিলেন "অপূর্ব্ব কি বেলাকে ভালবাসে নাকি?"

"হয় ত! অপূর্ব্বকে আমার খুব ভাল লাগে; তার সব গুণই আছে। তাকে বিয়ে কর্‌তেও পার্‌তুম। কিন্তু সে আমাকে ঘৃণা করে।"

"বেলার টাকার উপরেই তার তাক্ বোধ হয়।"

"কি বল্‌ছ! অমন্ লোক টাকাকে তুচ্ছ করে। বেলা মর্‌লে আমি নিশ্চিন্ত হ'তুম।"

"কি যে বলিস্! তোর কথা শুনে ভয় পায়।"

অবজ্ঞার স্বরে সুনয়নী বলিল "ঐ তোমাদের দোষ! তোমাদের

মনুষত্ব নেই। গণপতি ও মন্মথকে হত্যা কর্‌তে একটুও হাত কাঁপ্‌ল না, অথচ সেই কথাটাই যখন আমি মুখে বলি ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে যাও। বেলা আজই মরে কি পঞ্চাশ বছর পরে মরে তাতে কি আসে যায়? জীবনের দাম তোমরা বড় বেশী দাও। তৃপ্তিসহকারে মাংস খাবার জন্য পাঁঠা কাটা যতটা নিষ্ঠুর কাজ, একটা মানুষকে হত্যা করা তার চেয়ে বেশী নিষ্ঠুর কাজ নয়। খাবার জন্য প্রত্যহ কত প্রাণী হত্যা কর্‌ছ সে সম্বন্ধে একটুও ভাব না, কিন্তু মানুষ কথা বলে, পরিপাটী করে বেশভূষা করে বলে পশু-পক্ষীর চেয়ে বেশী মর্য্যাদা দাও। হত্যা অন্যায় হয় না যদি তাকে যুদ্ধ বল, কিন্তু খুন বল্‌লেই অন্যায় হয়ে ওঠে। দুর্ব্বলের কাছেই জীবন পূত।"

"তোমার কাছে কি নয়?"

"অর্থ-ঐশ্বর্য্য-হীন জীবনকেই আমি ভয় করি। পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে অর্থ উপার্জ্জন করাকে আমি ভয় করি। নিজের সব কাজ নিজেই কর্চ্ছি মনে কর্‌তে আমার ভয় লাগে। যে বিলাসীতাপূর্ণ জীবন আমি যাপন করেছি তা আজও ভুল্‌তে পারিনি।"

সুনয়নীর মোটর গাড়ীর ড্রাইভারকে দেখিয়া বেলার অপূর্ব্বর কথা মনে পড়িল। প্লাজা হইতে যে ড্রাইভার তাহাকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার সহিত ইহার যেন সাদৃশ আছে। গলার স্বরও চমক্ লাগাইয়া দেয়। তথাপি নিঃসংশয় হইতে পারিল না।

সুনয়নীর সহিত ঘোড়দৌড় দেখিতে যাইবার কথা হইতেছিল এমন্ সময় এক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাম কণক মজুমদার। বেশভূষা দেখিলে ফুলবাবু বলিয়া মনে হয়। বয়স তিরিশের এপারেই। কথা-বার্ত্তায় অদ্বিতীয়। রেসে যাইবার কথা শুনিয়া তিনি উৎসাহিত হইলেন। সুনয়নীকে বলিলেন "চলুন আমিও যাই। দুটো ভাল 'টিপ্' আপনাকে দেবো।"

"রেশ্ খেল্বার কি আমার টাকা আছে! বরং ঐ বেলাকে ধরুন; ওর অনেক টাকা আছে।"

বেলার দিকে ফিরিয়া কনকবাবু বলিলেন "বেশ ত' চলুন। দেখ্বেন কত টাকা জিত্বেন।"

সেদিন সত্যই বেলার ভাগ্য প্রসন্ন ছিল। বাড়ী ফিরিল ৫০০০ টাকা জিতিয়া। সুনয়নী পিতাকে নিভৃতে জানাইল

কণক রাস্তা তৈয়ারী করিতেছে। টাকা অবশ্য বেলা জিতে নাই। কণক পকেট হইতে দিয়া তাহার নেশা ধরাইবার চেষ্টা করিতেছে।

পরের দিনও একটা ঘোড়দৌড় ছিল। কনক বেলার সহিত কথা বলিতেছিল। সুনয়নীকে দেখিয়া বেলা বলিল "আজ রেসে ২৫ হাজার টাকা জিতব্, কণক বাবু বল্ছেন।"

সুনয়নী হাসিয়া বলিল "পক্ষান্তরে ৫ হাজার টাকা জলে দিয়েও আসতে পার"

কণককে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া সুনয়নী বলিল "দেখ তুমি বড্ড বোকামী কর্ছ।"

নিভৃতে তাহাদের মধ্যে "তুমি" সম্বোধনই চলিত।

"কেন বল দিখিনি?"

"কয়েক হাজার ফাঁকিয়ে কি লাভ হবে?"

"না, সত্যি বল্‌ছি "যুযুৎসু" এবারে না 'উইন্' করেই যায় না।"

"বেলাকে ওকথা বুঝিও। কিন্তু শেষ রক্ষা কর্‌বে কি করে? না কণক এ ঠিক্ করছ না।"

"কি করি বল। একবারে কপর্দ্দকহীন হয়ে পড়েছি"

একটু চিন্তা করিয়া সুনয়নী ধীরে ধীরে বলিল —

"তুমি যখন বসে বেলার সঙ্গে গল্প কর্‌ছিলে, আমি তোমার কথাই ভাব্‌ছিলুম। আচ্ছা, কণক, বেলাকে বিয়ে কর না?"

"বিয়ে ?" অবাক হইয়া কণক বলিল "তুমি কি বলছ ? সে আমায় বিয়ে করবে কেন ?"

"কেনই বা করবে না ! একটু বুদ্ধি করে চলতে পারলে নিশ্চয়ই বিয়ে করবে। বেশ পঞ্চাশ লাখ টাকার সম্পত্তির মালিক। ব্যাঙ্কের খাতায়ও দু' লাখ্ টাকা জমা আছে।"

"আমি বিয়ে করলে তোমার লাভ ?"

"লাভ আছে বৈকি। ব্যাঙ্কের টাকাটা নিশ্চয়ই হাত করতে পারবে। তাছাড়াও কিছু টাকা পেতে পার। তোমার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য টাকা দিতে কুণ্ঠিত হবে না। আমি ত তোমায় জানি। তোমার সঙ্গে কোন মেয়ে বেশীদিন বাস করতে পারে না। আমার লোভ বেশী নেই। অর্দ্ধেক পেলেই খুসি হ'ব। বেশী লোভ করলে অনেক সময়ে ভাগে শূন্য পড়ে।"

"এর জন্য কিছু লেখা-পড়া করবে নাকি ?"

"কোন লেখা-পড়ার প্রয়োজন নেই। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি।"

"হ্যাঁ বন্ধুকে কখনো আমি ঠকাইনি।"

কনকের আগমনটা একটু বাড়িয়া গেল। বেলাকে খুসী করিতে সে সর্ব্বদাই উন্মুখ হইয়া থাকিত। সে দিন সকলে গিয়াছিল সমুদ্রে স্নান করিতে। নির্জ্জন স্থান দেখিয়া লইয়া তাহারা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ সাঁতরাইবার পর সুনয়নী বলিল একটা উচ্চস্থান হইতে 'ডাইভ্' দিতে হইবে। ডাইভ্ দিবার জন্য যেখানে আসিয়া সুনয়নী দাঁড়াইল সেখান হইতে ক্রমশঃ তীর উচ্চতরহইয়া গিয়াছে; মাঝে মাঝে ঝোপ দেখা যায়। সুনয়নীর পাশে বসিয়া বেলা তাহার ঝাঁপ খাওয়া দেখিতেছিল। সুনয়নী এমনি নিপুণতার সহিত লাফাইয়া পড়িল যে বেলা প্রশংসা না করিয়াই পারিল না। বেলার চোখে একটা তীব্র আলোকের ছটা ঠিক্‌রাইয়া আসিয়া লাগিল; মনে হইল হঠাৎ কোন দুষ্ট লোক ঝোপগুলার অন্তরাল হইতে কাঁচ দিয়া সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত করিয়া তাহার মুখের উপর ফেলিতেছে। এই অসভ্য বর্ব্বরকে শিক্ষা দিবার জন্য হরনাথ বাবু জল হইতে উঠিয়া ঝোপের অভিমুখে ছুটিলেন।

জল হইতে সুনয়নী বলিল "লাফিয়ে পড় বেলা"

"তোমায় দেখার পর আর আমার সাহস নেই। আমি কি লোক হাসাব নাকি?"

আচ্ছা আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। একবারে ধারে এসে সোজা হ'য়ে দাঁড়াও ; আচ্ছা এইবার হাত ছুটো উপরে তুলে ধর ; এইবার—"

'গুড়ুম্' করিয়া একটা শব্দ হইল, এবং বেলার কাণের পাশ দিয়া কি একটা জিনিষ ছুটিয়া গেল।

বেলা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল।

"ওকি?" হাঁপাইয়া বলিল। কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আর একটা শব্দ হইল ; কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিল না। ক্ষণপরেই তীর হইতে কে যেন যন্ত্রণায় গোঙাইয়া উঠিল।

সুনয়নী কোন কথা না বলিয়া জল হইতে উঠিয়া সেই গোঙানী লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। দেখিল একটী ঝোপের পাশে হরনাথ বাবু নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া আছেন। মাথার ক্ষত হইতে রক্ত ঝরিয়া গায়ের কাপড় ভিজাইয়া দিয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই ; অদূরে শুধু ছুইটী কার্ত্তুজ পড়িয়া আছে।

অল্পক্ষণ পরে কণক আসিয়া উপস্থিত হইল। ছুইজনে মিলিয়া ক্ষতস্থান ধুইয়া রুমাল দিয়া বাঁধিয়া দিল।

ইজিচেয়ারে বালিশের উপর মাথা রাখিয়া হরনাথ বাবু বলিলেন "ঝোপের কাছ পর্য্যন্ত গেছি এমন্ সময় একটা শব্দ হ'ল। ছুটে যেতে যেতে দেখি আবার সে বন্দুক তুলেছে ; ঝাপটে ধর্‌তেই বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মাথায় মার্‌লে, তারপর আর কিছু জানি না!"

"লোকটাকে দেখেছিলেন ?" কনক জিজ্ঞাসা করিল।

"বর্ম্মী ব'লেই বোধ হ'ল"।

বেলা প্রশ্ন করিল "আপনার কি মনে হয় আমাকেই মারতে চেয়েছিল ?"

"তাতে কোন ভুল নেই।"

শুনিয়া বেলা শিহরিয়া উঠিল।

কন্যাকে চুপি চুপি বলিলেন "লোকটা পিছন থেকে এসে না মারলে ঠিক্ তাক্ করেছিলুম।"

"তা বোঝা গেছে!"

পরদিন সকালে ঝি বলিল "দিদিমণি, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি।"

বেলা কৌতুহলভরে বলিল "কি রে ?"

"সেদিন আপনার বিছানা তুলতে তুলতে এই মাদুলীটা পেয়েছি।"

"মাদুলী ? কই আমার ত' কোন মাদুলী ছিল না!"

হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, মাদুলীর গায়ে একটী তীরের ফলা খোদাই করা আছে। হয়ত সুজাতার কোন দৈব মাদুলী হইবে মনে করিয়া নিজের হাত ব্যাগে পুরিয়া রাখিল।

সেদিন সে একলাই বাহির হইল। পথ চলিতে চলিতে মালীর রুগ্ন শিশুটীর কথা মনে পড়িল। কেমন আছে কোন সংবাদই লয় নাই। এই সুযোগে দেখিয়া আসিলে কি হয়।

একখানি ট্যাক্সি হইতে সে হাঁসপাতালের সাম্‌নে নামিল। ডাক্তার জানাইলেন শিশুটী ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতেছে; শুনিয়া বেলা খুসী হইল। শিশুর মার সহিত একবার দেখা হয় না?

একটী বর্ম্মী নারী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলার বিকৃত উচ্চারণ বুঝিতে বেলাকে বেগ পাইতে হইল। শিশুটীকে ভাল পথ্য দিবার জন্য সে ব্যাগ হইতে দুইটী টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিল।

ক্রন্দনের সুরে বর্ম্মী স্ত্রীলোকটী বলিল "ছেলের গলায় একটা মাদুলী ছিল মা, সেটা হারিয়েছে; তাই আমার বড্ড ভয় হয়।"

"মাদুলী?"

"হ্যাঁ মা! এক সাধু বাবা দিয়েছিলেন। খোকার গলায় থাকৃত। একটা ত্রিশূলের চিহ্ন আছে।"

"ত্রিশূল?" বলিয়াই বেলা ব্যাগ খুলিয়া মাদুলীটী বাহির করিল। রমণীটী সেটা দেখিয়াই বলিয়া উঠিল "এইটাই মা! এইটাই! দেবতার দান কি হারাতে আছে! এটা পেয়ে যে কি আনন্দ হচ্ছে!"

ডাক্তার বাবু কথা বলিতে বলিতে বেলাকে বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিলেন। কোন কথাই তাহার কানে প্রবেশ করিল না। মাদুলী রহস্য তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল।

মাদুলী ছিল শিশুটীর গলায়, কিন্তু তাহার বিছানায় আসিল কি করিয়া? তাহা হইলে কি শিশুটীও তাহার বিছানায় শুইয়াছিল? মনে পড়িল, যেদিন শিশুকে হাঁসপাতালে আনা হয় সেইদিন রাত্রে তাহার বিছানা জলে ডুবিয়াছিল। নিশ্চয়ই কেহ শিশুকে তাহার বিছানায় শুইতে দেখিয়াছিল, এবং ঘরের বিষ শোধনের জন্য পার্-অক্সাইড্ দিয়া ডুবাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু কে সেই বন্ধু? নিশ্চয়ই ভজহরি!

দুদিন পূর্ব্বে অতি প্রত্যূষে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। জানালার নিকট দাঁড়াইয়া সে বাহিরের শোভা দর্শন করিতেছিল। নীচের দিকে নজর পড়িতেই দেখিল একটী লোক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাহার জানালার নিকট হইতে সরিয়া যাইতেছে। ভয় অবশ্য তাহার হইয়াছিল। লোকটীর মুখের উপর আলো পড়িতেই ভজহরিকে চিনিতে পারিয়াছিল। ভজহরির সে কি মূর্ত্তি!

গাড়ীর উপর বসিয়াও তাহার চিন্তাধারা বাধা মানিল না।

কে শিশুটীকে তাহার বিছানায় শোয়াইয়াছিল? হাঁটীয়া তাহার ঘরে গিয়া শোয়া শিশুটীর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

তাহারই পাশে গাড়ীর গদির উপর একটা কাগজে মোড়া বাণ্ডিল পড়িয়াছিল। ড্রাইভার জানাইল হাঁসপাতাল হইতে দিয়াছে। বেলা দেখিল বাণ্ডিলটীর উপর লেখা আছে "শ্রীমতী সুনয়নী দেবী।" বাড়ী ফিরিয়া সুনয়নীকে দেখিতে পাইল না, তাই বাণ্ডিলটী নিজের কাছেই রাখিল।

তাহার সন্দেহের কথা কি সে সুনয়নীকে বলিবে? না, মিছামিছি সুনয়নীকে ভাবাইয়া লাভ কি? ভজহরিকে একবার কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না, কিন্তু পাওয়া যায় কোথা?

কণক আসিয়া তাহার চিন্তায় বাধা দিল।

কণক বহু চেষ্টা করিয়াও বেলাকে নিজের মনের কথা বলিতে পারিল না। নিপুণতার সহিত কথার মোড় ঘুরাইয়া যখনই সে প্রেমের কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, বেলা তখন এরূপ নির্লিপ্ততা দেখাইয়াছে, নতুবা হাসিয়া উঠিয়াছে যে কণককে মনের কথা মনেই রাখিতে হইয়াছে। নিষ্ফল অভিনয় করিয়া চলা তাহার পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সুনয়নীকে একান্তে পাইয়া বলিল "বেলা আমল দিচ্ছে না, সুনয়নী"

সুনয়নী বলিল "বড্ড শীগ্‌গীর হার স্বীকার কর দেখ্‌ছি।"

"না, ঠিক তা নয়। মেয়েদের আমি খুব ভালরকম চিনি। বেলাকে দিয়ে কিছু হবে না; ও সে জাতের মেয়ে নয়।"

তাহার প্রতি ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া সুনয়নী বলিল "তা, যা বলেছ! না ওরকম ভাবে হবে না। তোমাকে একটা রোম্যান্‌টীক্ কিছু করতে হবে।"

"তার মানে ?"

"বেলাকে নিয়ে পালাতে হবে। ঠিক্ যেমন ভাবে পুরাকালে ক্ষত্রিয়রা ঈপ্সীত নারীকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে কর্‌ত।"

"কিন্তু সেজন্য সে-যুগের ক্ষত্রিয়দের জজের সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি কর্‌তে হয়নি।"

"নারী-হরণ কর্‌লেই কি দণ্ড পেতে হয় ? কত মেয়ে আছে যারা পুরুষের সাহস দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় ! বরং এইকরম দুঃসাহসী বীরই কামনা করে।"

"তুমিও কি তাই ভালবাস, সুনয়নী ?" অস্বাভাবিক স্বরে কণক বলিল। তাহার চোখের মধ্যেও একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখা দিয়াছে।

"আমি শুধু একটা নিছক সত্য কথা বল্‌লুম। যুগে যুগে ত প্রমাণিতও হয়েছে।"

কোমল কণ্ঠে কণক বলিল "বেলাকে বা বেলার টাকা আমি চাই না। আমি একজনকেই ভালবাসি।"

"সু। তোমাকে আগেও ত' বলেছি। আমি তার জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।"

সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে সুনয়নীর বাহু ধরিল। তারপর আগ্রহের সুরে বলিল "তুমি ঐরকম বল-প্রয়োগ চাও, নয় কি সুনয়নী ?"

"হাত ছেড়ে দাও কণক।"

"তুমি তাই চাও, নয় ? বল, বল সুনয়নী !"

"ছাড় বল্‌ছি !"

কণক ছাড়িয়া দিল, কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া নয়। সুনয়নী নিজের ছোট ছুরিকাখানি দিয়া কণকের হাতের উপর দুইটী রেখা টানিয়া দিল। যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কণক লাফাইয়া উঠিল। জড়িত কণ্ঠে বলিল "কি শয়তানী !"

সুনয়নী শুধু মৃদু হাসিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল; আস্তে আস্তে বলিল "এমন্‌ নারীও হয়ত' আছে যারা বল-প্রয়োগ করতেই ভালবাসে।

—রুমালটা দাও, ছুরির রক্তটা পুঁছে নি।"

কণক কোন জবাব দিতে পারিল না। শুধু ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল।

সুনয়নী কণকের পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া লইল, ছুরির ডগা পুঁছিয়া লইয়া ছুরিটি মুড়িয়া ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া মন্থরগতিতে চলিয়া গেল। সুনয়নী চোখের আড়াল হইলে কণক রুমাল দিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া লইয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "কি পাষাণী !" তাহার চোখের কোণে তখন দুইবিন্দু অশ্রু দেখা দিয়াছে।

সুনয়নী ঘরে পা দিয়াই দেখিল একজন অতিথি আসিয়াছে। অপূর্ব্ব হঠাৎ কলিকাতা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নমস্কার বিনিময়ের পর সুনয়নী জিজ্ঞাসা করিল—

"ক'দিন থাক্‌ছেন ?"

"মাত্র দু'দিন।"

"ভজহরিকে কি সঙ্গে এনেছেন নাকি ?"

"কেন, তাকে ত' অনেক আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। সেকি আসেনি নাকি ?"

"এখানে এসেছে ? ·····ও ! হাঁ এসেছে বৈকি !" ধীরে ধীরে অনেক রহস্যই পরিষ্কার হইয়া গেল। কে বেলার বিছানায় জল ঢালিয়া শুইবার অযোগ্য করিয়াছিল, কে তাহার পিতাকে পিছন হইতে সংজ্ঞাহীন করিয়াছিল তাহা সুনয়নী বুঝিল।

কথা বলিল বেলা।

"ভাই আমার একটু ভুল হ'য়ে গেছে। সেদিন হাঁসপাতাল থেকে তোমার জন্য একটা বাণ্ডিল দিয়েছিল দিতে ভুলে গেছি।"

"হাঁসপাতাল থেকে ? কিসের বাণ্ডিল ?"

"কি সব ষ্টেরিলাইজ্ করতে দিয়েছিলে।"

"ও! হ্যাঁ মনে পড়েছে! একটা কম্বল মালীর ছেলেটাকে শুতে দিয়েছিলুম, অসুখ শুনে।"

বেলা বাণ্ডিলটী আনিয়া দিল। সুনয়নী লক্ষ্য না করিয়া ঝিকে ডাকিয়া ঘরে রাখিয়া আসিতে বলিল। ক্ষণকাল পরে ঘরে আসিয়া দেখিল বাণ্ডিলটী বিছানার উপর পড়িয়া আছে। তাড়াতাড়ি মোড়কটী খুলিল; দেখিল—একটী কোর্ট, একটী টুপি, একজোড়া দস্তানা ও রুমাল রহিয়াছে। কাচিবার ফলে ঈষৎ রঙ বিকৃত হইয়াছে, নতুবা যে-পোষাকে সে বসন্তরোগ-দুষ্ট শিশুটীকে কোলে লইয়াছিল, ইহা সেই পোষাক। নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিল। ময়লা স্তূপের মধ্যে সেগুলির সন্ধান মিলিল না। নিশ্চয়ই কেহ সেগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহার নামে হাঁসপাতালে জমা দিয়াছিল। চিন্তিত মনে বাগানের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল। নিজের মনেই বলিয়া উঠিল "ভজহরি! এইবার তোমার শেষ!"

বেলার বসিবার ঘরের একটি সোফায় বসিয়া অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল—

"গেটের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সুনয়নী দেবী কার সঙ্গে কথা বল্‌ছেন ?"

বেলার বসিবার ঘরের জানালা দিয়া বাগান পারের গেট্‌টা দেখা যায়। বেলা উদ্বেগ পূর্ণ সুরে বলিল—

"বেচারা সুনয়নী ! বছর চারেক পূর্ব্বে বুঝি একটা লোকের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়; ইদানীং সেই লোকটা চিঠি লিখে সুনয়নীকে শাসাচ্ছে।"

"সুনয়নী তাহ'লে কোন ডিটেক্‌টীভের সঙ্গেই কথা বল্‌ছে ! কিন্তু পুলিশের হাঙ্গামা না ক'রে ও ত এম্‌নি সব মিটিয়ে ফেল্‌তে পার্‌ত। দু'একদিনের ভিতর কোন চিঠি পেয়েছে নাকি ?"

"আজ সকালেই একটা পেয়েছে; সেটা আবার এই সহর থেকেই ডাকে দেওয়া হয়েছে।"

"আচ্ছা, কাল সন্ধ্যায় সুনয়নী ডাকঘরে কি-কাজে গেছ্‌ল না ?"

একটু রাগের সহিত বেলা জবাব দিল "হ্যাঁ, কিন্তু আমরা

সবাই সঙ্গে ছিলুম। আপনি কি আমায় বোঝাতে চান যে স্নুনয়নী নিজেই চিঠিটা লিখে ডাকে দিয়েছে ?"

"চিঠিটা কি খুব ভয়ানক ছিল ?"

"সত্যিই ভয়ানক! স্নুনয়নীকে খুন করবে বলে শাসিয়েছে। জানেন হরনাথ বাবু কি বলেন ? তিনি বলেন যে, যে-লোকটা আমায় প্রায় খুন করেছিল আর-কি, আসলে স্নুনয়নীই তার লক্ষ্য ছিল।"

"কৈ সে সব কথা ত' আমি কিছু জানি না।"

বেলা তখন সমস্ত ঘটনাটা বিবৃত করিল।

অপূর্ব্ব কোন কথা বলিল না। প্রশ্ন করিল—

"স্নুনয়নীকে কে ভয় দেখাচ্ছে ? তার নাম কি ?"

"স্নুনয়নী তার নাম জানে না। মধুপুরে বেড়াতে গিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় হয়। লোকটার চেহারা অতি কদাকার।"

"নাম জানে না কেমন ? হ্যাঁ নাম না জানা খুব স্নুবিধার।"

"আপনি তাকে দেখ্‌তে পারেন না, তাই ওকথা বল্‌ছেন। কেন তাকে এত সন্দেহ করেন বলুন ত ? আপনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন যে স্নুনয়নী আমায় হত্যা করতে চায় ?"

"শুধু যে আমি বিশ্বাস করি তাইই নয়; এর মধ্যে চারবার আপনাকে মারবার চষ্টাও হয়েছে।"

"বেশ! বলুন কখন ?"

"প্রথমতঃ স্নুজাতা দেবীর বাড়ীর সাম্‌নে মোটর চাপা দেবার চেষ্টা হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ পাগল লোকটা হরনাথ

বাবুর সাহায্যেই সে আশ্রম থেকে পালায় এবং তিনিই তাকে আপনার ঘর দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু চাবি কোত্থেকে পেলে সেটাই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আচ্ছা, সুনয়নীর সঙ্গে চাবি নিয়ে কি আপনার কোন দিন কোন কথা হয়েছিল?"

"কৈ না।" তাহার পরই মনে পড়িল টেবিলের উপর চা-পড়িয়া যাইবার কাহিনীটা। চাপা দিয়া বলিল—"তিন নম্বর কোন্‌টা?"

"আপনার শরীরে বসন্তের বীজ সংক্রামিত কর্‌বার চেষ্টা করা। সুনয়নীই করেছিল। ভজহরি দেখ্‌তে পেয়ে বিছানায় জল ঢেলে দেয়।"

"আর চার নম্বর হচ্ছে সমুদ্র তীরে বন্দুকের গুলি"

অপূর্ব্ব ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। বলিল—

"এখন বিশ্বাস হচ্ছে ত?"

"না, আমি বিশ্বাস করি না। সবই আপনার উর্ব্বর কল্পনা প্রসূত।"

আগ্রহের সহিত অপূর্ব্ব বলিল—

"দেখুন বেলা দেবী, চট্‌পট্‌ একটা উইল করে ফেলুন। কাকে টাকা দিচ্ছেন কিছু এসে যায় না। আপনার জন্য আমার ভাব্‌না হচ্ছে। দিন দিন আপনার জীবন বেশী বিপন্ন হচ্ছে।"

"এসব কথা কেন বল্‌ছেন। উইল কর্‌তে যাব কেন?"

"আপনার অবর্ত্তমানে সুনয়নীই মন্মথর সম্পত্তির মালিক হবে।

সুতরাং আপনাকে সরানই তার লাভ। টাকাটা হাত ছাড়া করলে আপনাকে ঘাঁটাবে না।"

"এসব আমার ভাল লাগে না। তবু আপনি যখন এত করে বলছেন তখন একটা উইল করব। কিন্তু আমার কি টাকাকড়ি আছে কিছুই জানি না।"

"নগদ একলক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে আপনার নিজের নামে। আপনার সই যে হস্তগত করতে পারবে সেই টাকাটা তুলবে। তবু আমরা সাবধান হয়েছি। মোটা টাকার চেক্ ব্যাঙ্কে এলেই আমায় না হয় শশাঙ্ক বাবুকে দেখিয়ে নেবে। আমারা অনুমোদন করলে তবেই ব্যাঙ্ক টাকা দেবে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে আপনাকে একটা উইল করতে হবে।"

যেখানে বসিয়া তাহারা কথা বলিতেছিল, তাহার পিছনেই একটা দরজা ছিল। অপূর্ব্বর বেশ মনে পড়ে যে যখন সে ঘরে প্রবেশ করে তখন সেটা বন্ধ ছিল। কথা বলিতে বলিতে চাহিয়া দেখিল সেই দ্বারটী ঈষৎ উন্মুক্ত। হঠাৎ অপূর্ব্ব সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল;. নিঃশব্দে তরিৎপদে দ্বারের নিকট গিয়া টানিয়া খুলিল। দেখিল সম্মুখে স্মিতমুখে সুনয়নী দাঁড়াইয়া আছে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া টেবিলের সামনের চেয়ারটায় সুনয়নী বসিল। হাসিয়া অপূর্ব্বকে বলিল "কি লোক আপনি! এখনি আমার মাথাটা ভেঙ্গেছিলেন। আমার উপন্যাসের মধ্যে আপনাকেও ঢুকিয়ে দিতে হবে দেখ্‌ছি।

অপূর্ব্ব ততক্ষণে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়াছে। মধুর কণ্ঠে বলিল "আবার উপন্যাসিক হ'লেন কবে?"

"কি লিখ্‌ছ ভাই বল না" বেলা সোৎসাহে বলিল।

"দু বছর ধরে একটা উপন্যাস লিখ্‌ব ভাব্‌ছি। কিন্তু মাত্র ৩।৪ দিন সুরু করেছি। অপূর্ব্ব বাবুকেই বইটা উৎসর্গ কর্‌ব। দেখ্‌ছ হাতখানা?"

"চমৎকার দেখ্‌তে! তার দেখ্‌ব কি?"

"তোমার চোখ নেই ত দেখবে কি! লিখ্‌তে লিখ্‌তে সমস্ত হাতটা কিরকম ফুলে উঠেছে দেখ্‌ছ।"

অপূর্ব্ব তখন ভাবিতেছিল, সুনয়নী কতটা শুনিয়াছে। মনে মনে সে অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। এত করিয়াও বেলাকে তাহার বিপদের কথা বোঝান গেল না। সে সত্যই সুনয়নীকে ভালবাসে। সুনয়নীকে সন্দেহ করা তাহার সাধ্যাতীত। অবশেষে হতাশ হইয়া আগামীকল্য কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবে জানাইয়া বিদায় লইল।

হরনাথ বাবুকে নিভৃতে পাইয়া সুনয়নী উইলের প্রস্তাবের কথা জানাইল। যাইতে যাইতে বলিল "এইবার বসে গল্প লিখ্‌তে হবে। তুমি ভজহরির উপর লক্ষ্য রাখ্‌ছ ত? আর দেরী করা চল্‌বে না।"

"কি লিখ্‌বে?"

"গল্প। এমন্ গল্প লিখ্‌ব যে চারিদিকে সাড়া পড়ে যাবে।"

"কৈ আমি ত সে খবর জান্‌তুম না।"

"অনেক কথাই আছে যা তুমি জান না বাবা" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

কাপড় ছাড়িয়া খাতা লইয়া টেবিলের সামনে বসিল ও লিখিতে লাগিল। রাত্রি দুইটার সময় লেখা বন্ধ করিল। সমস্তটা একবার পড়িয়া নিজের মনেই হাসিল। শুইবার পূর্ব্বে মনে পড়িল যে তাহার পিতা জাগিয়া পাহারা দিতেছেন। নীচে নামিয়া আসিয়া হরনাথ বাবুকে বলিল "ভজহরির দেখা পেলে?"

"না, ব্যাটা এখনো আসেনি।"

"আমার মনে হচ্ছে আজ সে আস্‌বে না।"

"তাকে ত' গুলি করব, কিন্তু গোলমাল ঠেকাবে কে?"

"কিছু ভয় নেই। পুলিশ কি জানে না যে একটা লোক আমায় শাসাচ্ছে? রাত্রে চোরের মত ঢুক্‌ছে দেখে সেই লোকটা মনে করে গুলি করেছ।"

একটু ভাবিয়া আবার বলিল "আজ শোও গে; আজ আর ভজহরি আস্‌বে না, কাল নিশ্চয়ই আস্‌বে।

সুনয়নী যে উপন্যাস লিখিতেছে বেলা সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল। বাগানে একটা ছোট টেবিলের সামনে বসিয়া লিখিতে দেখিয়া সে কথা স্মরণ হইল। কাছে গিয়া বলিল "কি ভাই, বাধা দিচ্ছি না ত ?"

মোটেই না। গল্পটা জমে এসেছে আর এমন্ হাত ব্যথা কর্‌ছে যে কলম ধরতে পার্‌ছি না।"

"আমায় দিয়ে কিছু কাজ হয় না।"

"তুমি আর কি করবে। তবে হ্যাঁ যদি……না সে হয় না।"

"বলই না কেন ?"

"এই ধর তুমি যদি লিখ্‌তে আর আমি বলে যেতুম তাহ'লে কাজটা অনেক এগিয়ে যেত। মাথার ভিতর কত কথাই আস্‌ছে।"

"বেশ ত ভাই! তবে আমি খুব তাড়াতাড়ি লিখ্‌তে পার্‌ব না কিন্তু।"

"তাতে কোন ক্ষতি নেই।"

বেলা সুনয়নীর চেয়ার দখল করিয়া কলম লইয়া বসিল। সুনয়নী দুইবার পায়চারী করিয়া বেলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, বেলা কথার পর কথা লিখিয়া যাইতে লাগিল। গল্পের যেখানটায় নায়িকা বন্ধুকে বিদায় লিপি লিখিতেছে সেইখানে আসিয়া সুনয়নী বলিল "আর একটা পাতা ধর। খালি পাতাটায় পরে যদি কিছু মনে আসে বসিয়ে দেবো। নাও লেখো :—

বন্ধু আমার,

কি যে লিখি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। সেদিন তুমি যখন এসেছিলে তখন আমার দুঃখের কথা তোমাকে জানাবো ভেবেছিলুম, কিন্তু পারিনি। তুমি সন্দেহ করে মনে যে আঘাত দিয়েছো, তা ভুলতে পারছি না। টাকা পেয়ে সুখ কিছু হ'ল না। এমন একজন লোকের দেখা পেয়েছি যাকে ভালবেসে সুখ আছে ; কিন্তু আমাদের মিলন অসম্ভব। তাই দুজনেই মরব। বন্ধু বিদায়। আমায় ক্ষমা কোরো। ইতি—

তোমার বান্ধবী
"ব"

"আজ এইখানেই থামা যাক। ভাল করে তুলে রাখিগে।"

কাগজগুলো গুছাইয়া ঘরে গিয়া দ্বারে খিল দিল। যে পাতাটায় চিঠি লেখা হইয়াছিল সেইটী বাছিয়া যত্ন করিয়া রাখিল। বাকি সব লেখা একত্র করিয়া পুড়াইয়া ফেলিল। চিঠিখানি আর একবার পড়িয়া ড্রয়ারের মধ্যে চাবি দিয়া রাখিল। নীচে বেলার সহিত দেখা হইলে একটা খাম আগাইয়া দিয়া বলিল "এর উপর অপূর্ব্ববাবুর ঠিকানাটা লিখে দাও ত' ভাই" বেলা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে ঠিকানা লিখিয়া দিল। সুনয়নী উপরে গিয়ে সেই খামের মধ্যে "ব" স্বাক্ষরযুক্ত চিঠিটী পুরিয়া ভাল করিয়া আঁটিয়া রাখিল।

হরনাথ বাবু দিনের অনেকটা সময়ই ঘুমাইয়া কাটাইয়াছিলেন। দোতলার বারান্দায় একটা কাল রংএর চাদর মুড়ি দিয়া অন্ধকারে গভীর রাত পর্য্যন্ত সজাগ হইয়া বসিয়াছিলেন; বন্দুকটী পাশেই পড়িয়াছিল। বাগানের মধ্যে কোন কিছু নড়িতে দেখিলেই বন্দুক তুলিয়া ধরিয়াছেন, পরে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া থামিয়া গিয়াছেন। তখন রাত দুইটা হইবে। গাছগুলার পাশ হইতে একটা ছায়ামূর্ত্তি অন্ধকারের মধ্য দিয়া বাড়ীর পশ্চাৎদিকে যাইতেছিল। সুনয়নীকে আগলাইবার জন্য ডিটেক্‌টীভ্‌ নিযুক্ত করা হইয়াছিল; তাই নিঃসন্দেহ হইবার জন্য হরনাথ বাবু অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। রবার জুতার মধ্যে পা গলাইয়া তিনি নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিলেন। ভজহরিই বটে! আর কোন সন্দেহ ছিল না। একটী লোক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আগাইয়া চলিয়াছে। হরনাথ বাবু বন্দুক তুলিয়া লইয়া লক্ষ্য ঠিক করিলেন……

সুনয়নী ও বেলা উভয়েই সে শব্দ শুনিল। বিছানা হইতে লাফাইয়া বেলা ঘরের সাম্‌নের বারান্দার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

"কোন ভয় নেই, মা! চোর বলেই মনে হল" হরনাথ বাবু অন্ধকারের মধ্য হইতে বলিলেন।

ভজহরির কথা মনে হইতেই বেলা জিজ্ঞাসা করিল "চোরটাকে গুলি লাগেনি ত ?"

"না, পালিয়েছে।"

সুনয়নী ছুটিয়া আসিয়া বাগানে পিতার সহিত মিলিল। নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল "পেলে তাকে ?"

"না! বুঝ্‌তে পেরে আগেই বসে পড়েছিল। রাগ করিস্‌নি, মা!"

"হাতের মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিলে। আর আস্‌বে মনে করেছ ?......"

হরনাথ বাবুকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই সুনয়নী বন্দুকটা কাড়িয়া লইয়া ওপারের গাছগুলি লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

কে ঐ গাছগুলার আড়ালে লুকাইয়া আছে। সুনয়নীর সকল ইন্দ্রিয় সজাগ হইল। একটা ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়াই সে বন্দুকটা তুলিয়া ধরিল, কিন্তু ঘোড়া টিপিবার পূর্ব্বেই কে তাহা ছিনাইয়া লইল। সুনয়নী চীৎকার করিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই অজ্ঞাত শত্রু তাহার মুখ টিপিয়া ধরিয়াছে, তারপর তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া সুনয়নীর কাণে কাণে বলিল "ভগবানের নাম কর সুন্দরী।"

মুক্তি পাইবার জন্য সে প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল, কিন্তু কোন ফলই হইল না। আবার তাহার কাণের কাছে

মৃদুস্বরে লোকটা বলিল "এইবার তোমার মৃত্যু! ভাব্‌তে কেমন লাগছে।"

গলার টীপুনী বাড়িয়া চলিল; সুনয়নীর দমবন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল; মনে হইল মৃত্যু ধীরপদবিক্ষেপে আগাইয়া আসিতেছে; জীবন প্রতি মুহূর্ত্তে পিছনে সরিয়া যাইতেছে। মনে করিতেই একটা সুতীব্র আতঙ্কে সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন হইল; সংজ্ঞাহীন হইয়া সেইখানে লুটাইয়া পড়িল।

জ্ঞান হইলে দেখিল বেলার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া আছে; পিতা উৎকণ্ঠিতভাবে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছে। অজ্ঞাতসারেই তাহার হাত নিজের গলায় গিয়া ঠেকিল। উঠিয়া বসিয়া বলিল "কি হয়েছে? এখানে এলুম কি করে?"

হরনাথ বাবু স্খলিত কণ্ঠে বলিলেন "তোমায় খুঁজতে গিয়ে দেখি, মাঠের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছ।"

"লোকটাকে দেখেছ?"

"না। কি হয়েছিল, মা?"

"কিছুই না।" সহজ কণ্ঠেই সুনয়নী বলিল "অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম বোধ হয়।"

আবার একবার সে নিজের গলায় হাত দিল। বেলার চোখ এড়াইল না। উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিল "তোমায় কি আঘাত করেছিল? ভজহরি নিশ্চয়ই নয়!"

হাসিয়া সুনয়নী জবাব দিল "না ভজহরি নয়! আমি একটু শোব ভাই। যাই।"

ঘুমাইবার আশা সে করে নাই। জীবনে এই প্রথম ভয় কাহাকে বলে তাহা বুঝিল। মনে করিতেই একটা শিহরণ বহিয়া গেল। আলো নিবাইয়া জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ঐ অন্ধকারের মধ্যেই তাহার শত্রু গা ঢাকা দিয়া আছে; মনে করিতেই গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। মনে মনে বলিল "দিন দিন দুর্ব্বল হয়ে পড়চি দেখছি।"

পরদিন সুনয়নীকে দেখিয়া আর কিছুই বুঝিবার উপায় ছিল না। সুনয়নী দেখিল বেলা বাগানে বসিয়া লিখিতেছে। চায়ের বাটীটি তাহার টেবিলের উপর বসাইয়া দিয়া বলিল "উইল তৈরী হচ্ছে বুঝি?"

মুখ বিকৃত করিয়া বেলা জবাব দিল "হ্যাঁ ভাই। এমন বিশ্রী লাগ্‌ছে! কাকে যে টাকাগুলো লিখে দেবো! এক জানি ত' তোমাকে আর অপূর্ব্ব বাবুকে।"

"অমন্ কাজ কোরো না ভাই। আমার নামে যেন কিছু লিখো-টিখো না। অপূর্ব্ববাবুর আমার ওপর সন্দেহ তাহ'লে বেড়েই যাবে। উইলই বা করবে কেন?"

সে কথার সোজা উত্তর বেলা দিল না। বলিল "কেন ভাই সবাই-ই ত ক'রে থাকে! আসলে টাকাগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে।"

"তাহ'লে অপূর্ব্ববাবুর নামেই লিখে দাও না।"

বেলা বিরক্ত হইয়া কলম টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল।

"কি আপদ্! এমন্ সুন্দর দিনে আবার উইল করা নিয়ে মাথা

ঘামায়!……আচ্ছা ভাই, কাল রাত্রে বাগানে ভজহরিকে কি দেখেছিলে?"

মাথা নাড়িয়া সুনয়নী জবাব দিল "না কা'কেও দেখিনি। চোরটার খোঁজেই বেরিয়েছিলুম, হয়ত বড্ড বেশী উত্তেজনার জন্য মাথা ঘুরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাই।"

উত্তর শুনিয়া বেলা খুসী হইল না।

"আমিও ভজহরিকে ঠিক্ বুঝতে পারি না।" সুনয়নীর ।ক মনে প'ড়তেই তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বাধা দিয়া বেলাকে প্রশ্ন করিল "ভজহরি তোমার বাড়ীতে শুত না?"

"হ্যাঁ, কেন?" একটু আশ্চর্য্য হইয়া বেলা বলিল।

"উঃ! আমি কি বোকা! এতদিন কেন বুঝিনি!" নিজের মনেই সুনয়নী চীৎকার করিয়া উঠিল।

"কি বল্‌ছ ভাই কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি না।"

"কিছু না।"

সেদিনটা নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় ড্রাইভারকে ডাকিয়া তাহার সহিত সুনয়নী কি পরামর্শ করিল। ড্রাইভারের নাম বৈদ্যনাথ। রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে বেলা সুনয়নীর দরজায় ধাক্কা দিয়া কোন সাড়া পাইল না।

ভোর বেলায় ভজহরি আপনার লুকাইবার স্থান হইতে বাহির হইয়া চারিপাশ দেখিয়া লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সহরের দিকে চলিতে লাগিল। রাস্তায় তখন মাত্র একটী কিশোর

শাক-শব্জীর বোঝা একটী টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছিল।

ভজহরি ক্রমশঃ একটী দরিদ্র পল্লীর মধ্যে ঢুকিল। কিশোরটিও কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া তাহার পশ্চাৎ অনুগমন করিল। দূর হইতে দেখিল ভজহরি একটী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ভজহরি অন্তর্ধান করিলে কিশোরটী বাড়ীর সামনে আসিয়া দেখিল সেটী একটী হোটেল। গৃহস্বামীর সহিত দেখা করিয়া বলিল সে বিশ মাইল দূরের গ্রাম হইতে শাক্-শব্জী বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। আজ রাতটার মত ঐখানেই থাকিয়া যাইবার ইচ্ছা। একটী শুইবার ঘর পাইলে হয়। গৃহস্বামী তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া একটা ঘর দেখাইয়া দিল। বলিল "এখানে রাত্রে কেউ থাকে না। খেয়েই চ'লে যায়। মাত্র একজন খোঁড়া এখানে থাকে। লোকটী বড় ভদ্র। সমস্ত দিনটা শুয়ে থাকে আর রাত্রে বেরিয়ে যায়।"

কিশোর জিজ্ঞাসা করিল "কোন্ ঘরে তিনি শোন্?"

"ঐ ঘরে" বলিয়া একটী ঘর দেখাইয়া দিল। "এইমাত্র ফিরে এলেন।"

একটা দশ-টাকার নোট বাহির করিয়া কিশোর বলিল "এইটা একটু ভাঙ্গিয়ে দেবেন?"

"দেখি!" বলিয়া নোটটী হাতে করিয়া গৃহস্বামী চলিয়া গেল।

ভজহরি তখনও দরজায় খিল দেয় নাই। কিশোর দরজাটী

অতি সন্তর্পণে ঠেলিয়া খুলিয়া ভিতরের দিকে দেখিল। তাহার দেখা সফল হইয়াছে। দরজাটী টানিয়া দিয়া ভজহরি বাহির হইবার পূর্ব্বেই সে পথে আসিয়া পড়িল। অল্পদূরেই বৈদ্যনাথ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ঘোড়াটী তাহার জিম্মায় দিয়া সকলের অগোচরে নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।

সকাল বেলা একটা টাইপ্‌রাইটার ভাড়া করিয়া বাড়ী ফিরিল। একঘণ্টা ধরিয়া চেষ্টা করিয়া একটী চিঠি শেষ করিল। বেলার সহি নকল করিতে তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না; কিন্তু অপূর্ব্বর সহি জাল করিতে তাহাকে নাকাল হইতে হইয়াছিল। বেলার চিঠির বাক্স হাতড়াইয়া অপূর্ব্বর একটী ইংরাজী স্বাক্ষর পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছিল।

চিঠি ও চেক্ দুই প্রস্তত হইল।

সেইদিন সন্ধ্যায় বৈদ্যনাথ-ড্রাইভার এয়ারোপ্লেনে চড়িয়া দম্‌দম্ এয়ারোড্রামে নামিল। পরদিন সকালে শশাঙ্ক বাবু একটী জরুরী চিঠি পাইলেন; বৈদ্যনাথ একজন মহিলাকে দিয়া চিঠিটি পাঠাইয়া দিয়াছিল। চিঠি পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া অনেক ভাবিলেন, তারপর একটা কাগজে বেলার ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিলেন "চেক্ ঠিক্ আছে; টাকা দিতে পার।"

এই অভিযানের কথা হরনাথ বাবু অবাক হইয়া শুনিলেন। একটু অপ্রসন্নভাবে বলিলেন "আমরা দিন দিন বড্ড বেশী বৈদ্যনাথের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়্‌ছি। ওতে আমার ভয় হয়।"

হাসিয়া সুনয়নী বলিল "বৈদ্যনাথের সম্বন্ধে চিন্তা কর্‌বার কিছু নেই। আমি বৈদ্যনাথকে বিয়ে কর্‌ছি।"

চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া হরনাথ বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন "কি? একটা শোফারকে বিয়ে কর্‌বি? একবারে পাগল হয়েছিস্। জানিস্ ওর ফাঁসী হ'তে পারে!"

"কার সে ভয় নেই?"

"না, এ অসম্ভব! একবারে পাগ্‌লামী! আমি.........আমি......" বলিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

কিছুদিন হইতে বৈদ্যনাথ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সুনয়নী সেকথা পিতার চেয়ে বেশী ভাল করিয়া জানিত। সুনয়নী বলিল—

"সুজাতার বাড়ীর সাম্‌নের ঘটনার পর থেকে বদ্যিনাথ বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। তার মুঠোয় গিয়ে পড়্‌ছি বল্‌ছ? সে স্পষ্টই সেকথা জানিয়েছে। সে প্রেম জানাতে চেষ্টা

করছে দেখেও কিছু বলি নি, কেন না, ধরা পড়ার চেয়ে সেও ভাল।"

"কবে তাহ'লে শুভ কাজটা হচ্ছে ?"

"বিয়ে ? মাস দুয়েক পরে বোধ হয়। কথাটা গোপন রাখ্‌তে বলেছি, এমন্ কি তোমার কাছ থেকেও। তুমি বল্‌তে বাধ্য না করালে, তোমাকে এখন বল্‌তুম না। ও বিষয়ে চিন্তা কোরো না। হ্যাঁ, আজ ভজহরিকে ছাখো ত' গুলি চালিও না যেন। তাকে আমার দরকার আছে।"

অসহায়ের মত বলিলেন "তোর কথা বুঝ্‌তে পারি না, মা।"

গ্যারেজের উপর দুইখানি ঘর লইয়া বৈদ্যনাথ থাকিত। পরদিন গভীর রাত্রে সে ফিরিল। সুনয়নীর ঘর হইতে তাহার ঘর দেখা যাইত। একটা আলো দেখিয়া বুঝিল, যে কাজ হাসিল হইয়াছে।

সিঁড়ির উপর বৈদ্যনাথ সুনয়নীর পদশব্দ পাইল। ঘরে ঢুকিয়া সোজাসুজি বলিল—

"তাহ'লে এনেছ ?"

"এনেছি—সুনয়নী।"

নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল চাপিয়া বলিল "আস্তে বৈদ্যনাথ।"

"সেই মেয়েটাকে কোন ভয় নেই ত' ?"

"না, তা নেই। তাছাড়া তাকে একহাজার টাকা বক্‌শিস্ দিয়েছি।"

"যাক্, কাজ ভালই হয়েছে।"

আলিঙ্গন করিবার জন্য বৈদ্যনাথ বাহু বাড়াইল, কিন্তু সুনয়নী তখন সরিয়া গিয়াছে।

"তোমার শপথ ভুলে যাচ্ছ বদ্যিনাথ! তুমি না ভদ্রলোক।"

বৈদ্যনাথ মাথা নীচু করিল।

"আর একটা কাজ তোমায় কর্‌তে হবে।"

"সু, তুমি যা বল্‌বে তাই কর্‌তে রাজি আছি।"

"বেশ তাহ'লে বসে লেখ।"

"কি লিখ্‌ব?"

"লেখ :—মাননীয়াষু,

আমি কলিকাতা হইতে ফিরিয়াছি। শ্রীমতী বেলা দেবীর নিকট স্বীকার করিয়াছি যে আমি তাঁহার নাম জাল করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে ৭৫,০০০ টাকা তুলিয়াছি,——"

লিখিতে লিখিতে বলিল "ওকথা কেন লিখ্‌ব?"

"বল্‌ব একদিন! লেখ :—'এক্ষণে জানিয়াছি যে বেলা দেবী আমায় ভালবাসেন। ইহার পরিণতি একমাত্র'——"

"সন্দেহটা কি অপরের ঘাড়ে চাপাতে চাও? কিন্তু আমি কেন লিখতে যাব যে——?"

তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া থামাইয়া দিল।

কাগজটা সুনয়নীর হাতে দিতে দিতে বলিল "তুমি কি সুন্দর, সুনয়নী!"

হঠাৎ সুনয়নী অনুভব করিল দৃঢ় বাহুবন্ধনে বেষ্টন করিয়া বৈদ্যনাথ তাহার ঠোঁটের উপর চুম্বন রেখা আঁকিয়া দিয়াছে। আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলিল "সু, সুনয়নী ! তুমি কত সুন্দর !"

মৃদু হাসিয়া সুনয়নী তাহাকে সরাইয়া দিল, কিন্তু চক্ষে তার অগ্নির জ্বালা। "আস্তে বৈদ্যনাথ ; একটু ধৈর্য্য ধর।"

ঘরে ফিরিয়া সে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল। শান্ত স্নিগ্ধ সে চেহারা, কিন্তু অন্তরে তার শয়তানের লীলা সুরু হইয়াছে। ভাল অবশ্য সে কাহাকেও বাসে নাই : কিন্তু একটী পুরুষের স্পর্শে আজ তার সর্ব্বশরীর মন ঘৃণায় রিরি করিয়া উঠিতেছে। রুমাল টানিয়া ঠোঁটের উপরটা পরিষ্কার করিয়া লইল ; তাহার পর জানালা খুলিয়া ঘৃণা ভরে বাহিরে ফেলিয়া দিল।

বৈদ্যনাথ আসিয়া সুনয়নীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল "দিদিমণি, একবার যদি গ্যারেজে আস্‌তেন ভাল হ'ত ; নতুন যে চাকাগুলো এসেছে সেগুলো আমার ভাল লাগ্‌ছে না।"

বৈদ্যনাথ যখন নিভৃতে সুনয়নীর সঙ্গে দেখা করিতে চাহিত তখন এইরূপ সঙ্কেত ব্যবহার করিত।

অবহেলাভরে সুনয়নী বলিল "আচ্ছা, তুমি যেতে পার। আমি একটু পরে যাচ্ছি।"

"বৈদ্যনাথ কি চায়?" উষ্মার সহিত হরনাথ বাবু বলিলেন।

"শুন্‌লেই ত! কতগুলো টায়ার দেখিয়ে নিতে চায়। বেশী বকিয়ো না, আমার মাথাটা একটু ধরেছে।"

"যা ইচ্ছে করগে! কিন্তু ওকে দেখ্‌লেই আমার মাথা আর ঠিক্ থাকে না।"

বৈদ্যনাথ গ্যারেজের দরজার মুখে সুনয়নীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ভিতরটা অন্ধকার ছিল বলিয়া সুনয়নী তাহাকে প্রথমটা দেখিতে পায় নাই।

"আমার ঘরে চল" আগ্রহসহকারে বৈদ্যনাথ বলিল।

"কি চাই তোমার?"

"আমার দুটো কথা আছে; এখানে বলা যায় না।"

"এইখানেই তোমার কথা শেষ করতে হবে। বুঝ্‌ছ না কেন যে বাবা কাছেই আছেন আর হঠাৎ বেলাও এসে পড়্‌তে পারে। তোমার ঘরে যদি দেখে ফেলে তা হ'লে আমি কি জবাব দেবো?"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, পরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল— "সু, আমার বড় ভাবনা হচ্ছে। তোমার মতলব আমি ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। আমার বুদ্ধি তত নেই। কিন্তু কেন যে আমাকে দিয়ে চিঠিটা লেখালে বুঝ্‌তে পার্ছি না। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, ওতে আমার বিপদের সম্ভাবনা আছে।"

"কি পাগল! তোমার ভবিষ্যৎ স্ত্রীকে চিঠি লিখছো তাতেও

এত ভাব্না? আমি তোমায় লিখ্তে বলেছি, তাতে কি আসে যায়?”

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। পরে কিঞ্চিৎ কর্কশ কণ্ঠে বলিল “আমি এখানে বল্তে পার্চ্ছি না। আমার ঘরে চল।”

তাহার ভাব দেখিয়া সুনয়নী না বলিতে পারিল না। বলিল “বেশ চল” এবং তাহার পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল।

আদেশের সুরে বৈদ্যনাথ বলিল “আমায় বুঝিয়ে দাও।”

“বল্‌ছি। কিন্তু তোমার ও স্বর পছন্দ করি না। আমি বেলাকে অপদস্থ কর্‌তে চাই।”

“চিঠিতে আমি বলেছি, যে আমিই চেক্‌টা জাল করেছি। কথাটা বড় ভয়ানক। ও চিঠি আমার কাছে ছাড়া আর কারও কাছে থাকা উচিত নয়।”

“কালকেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভাবনার কিছু নেই। ব্যাপারটা চুকিয়ে দিতে পার্‌লেই বাঁচি।”

“কোন্ ব্যাপার?”

“এই বেলার। বিয়ের দেরী কর্‌তে আমারো ভাল লাগ্‌ছে না। আর সপ্তাহের মধ্যে যাতে বিয়ে হয় তার জন্য বাবাকে বোল্‌ব। একটা পুরুতের সঙ্গে কথাও বলেছি।”

বৈদ্যনাথের মুখের আঁধার কাটিয়া রক্তিমাভা দেখা দিল। আগ্রহের সহিত বলিল "সত্যি বল্‌ছ সুনয়নী? আমায় ভোলাচ্ছ না?"

"না গো না! আমার নিজের কি কম আগ্রহ!"

কয়েক মুহূর্ত্ত সুনয়নীকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিল "চিঠিটা আমায় ফিরিয়ে দেবে, নয় সুনয়নী?"

"কাল দেবো।"

তাহার দুই হাত নিজের মুঠার মধ্যে লইয়া বলিল "কাল নয়, আজ। আজ এখনই আমায় ফেরৎ দে'ব। বড় ভয়ানক চিঠি।"

একটু দ্বিধা করিয়া বলিল "কাছে ত' নেই, আমার ঘরে আছে।"

সুনয়নীর হাতে যে ব্যাগ ঝুলিতেছিল তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই বলিল "ঐ ব্যাগে আছে। সু, ওটা দিয়ে দাও। ঐ চিঠিটার কথা মনে হ'লে আমি ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে যাই। পাগল হয়েছিলুম, তা না হ'লে কি করে ওকথা লিখ্‌লুম।"

"না, এতে নেই।" ততক্ষণে বৈদ্যনাথ সেটা কাড়িয়া লইয়াছে। বলিল "আমি জানি এতেই আছে।"

সুনয়নী অকস্মাৎ তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ব্যাগটা হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। বৈদ্যনাথ সে ধাক্কার বেগ সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। রাগিয়া বলিল "কি তোমার মতলব?"

"কাল সকালে দেখা কর্‌ব বৈদ্যনাথ" বলিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল।

সিঁড়ির কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বৈদ্যনাথ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঘরের ভিতর টানিয়া আনিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সুনয়নী বলিল "ছেড়ে দাও বল্‌ছি।" দুই হাতে কিল-চড়-ঘুসি মারিয়াও তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না।

এমন্ সময়ে দরজা খুলিয়া হরনাথ বাবু প্রবেশ করিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া বৈদ্যনাথের হাত শিথিল হইয়া আসিল।

"বদ্‌মাইস্ কোথাকার!" বলিয়া চীৎকার করিয়াই এক ঘুসি তাহার নাকের উপর বসাইয়া দিলেন। বৈদ্যনাথ শব্দ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল; তাহার পর পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া তুলিয়া ধরিল। গুলি করিবার পূর্ব্বেই সুনয়নী পাশ হইতে তাহা কাড়িয়া লইল।

"উঠে দাঁড়া পাজী! আমার মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছিলি কোন্ সাহসে?"

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিজের জামা কাপড় ঝাড়িতে লাগিল।

সুনয়নী বলিল "বাবা তুমি ওকে মার্‌লে কেন? তোমার জানা উচিত যে ও শীগ্‌গীরই তোমার জামাই হবে।"

বিকৃত কণ্ঠে তিনি বলিলেন "কি?"

সুনয়নী ঘাড় নাড়িয়া বলিল "আস্‌ছে সপ্তাহেই বিয়ে। আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। আমাদের সামান্য একটা কারণে ঝগ্‌ড়া হয়েছিল, তাতে তোমার মাথা গলান উচিত নয়।"

হতাশভাবে তিনি বলিলেন "বেশ, যা ইচ্ছে হয় কোরো। কিন্তু আমার এতে একটুও মত নেই বলে দিচ্ছি। তবে এখন তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমার মেয়ের সম্বন্ধে যে লোকে কাণাকাণি কর্‌বে সে আমি সইতে পার্‌ব না।"

মাথা নাড়িয়া সুনয়নী সম্মতি জানাইল। বৈদ্যনাথকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল "কাল সকালে দেখা হবে। কতগুলো জিনিষ কিন্‌তে হবে, তুমিই নিয়ে যাবে।"

পিস্তলটীর জন্য বৈদ্যনাথ হাত বাড়াইলে সেটী দেখিয়া লইয়া সুনয়নী বলিল "আজ আর তোমায় দিচ্ছি না, তোমায় বিশ্বাস নেই শেষকালে কি করে বস্‌বে। তাহ'লে এখন আসি।"

বাড়ীর কাছাকাছি আসিতে পিতাকে সুনয়নী পিস্তলটী দিয়া বলিল "এটা তুমিই রেখে দাও; গুলি ভরা আছে; উপরে বৈদ্যনাথের নাম লেখাও আছে দেখ্‌ছি।"

পকেটে পুরিয়া রাখিতে রাখিতে বলিলেন "এ দিয়ে আমি কি কর্‌ব?"

"শুতে যাবার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। অনেক কথা আছে" বলিতে বলিতে সুনয়নী বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিল।

বেলা বলিল "কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

তোমার জন্যে একটা নতুন অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা কর্‌ছি।"

"কি এমন অভিজ্ঞতা?"

"তুমি কি কা'কেও ভালবাস?"

"তাই বল। কৈ না, কা'কেও ভালবাসি না।"

"খুব ভাল। তাহ'লে অভিজ্ঞতা আরও চমৎকার হবে। 'প্রজাপতি-বট'এর কথা শুনেছ? যদি সত্যি কাকেও ভাল না বাস আর গাছটাকে জড়িয়ে ধর তাহ'লে যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে তার নাম আপনিই মনে আস্‌বে।"

"আর যদি পরের নাম জান্‌তে না চাই?"

"তাহ'লে বল্‌ব তুমি মেয়েমানুষ নও।"

"কোথায় সে গাছ?"

"সে একটু দূরে। এখান থেকে মাইল চল্লিশের কাছাকাছি; কাছাকাছি কোন লোকালয় নেই।"

"আমায় নিয়ে যাবে?"

"তা হয় না! তাহ'লে সব মজাই মাটী! চমৎকার জায়গা! দেখ্‌লে চোখ্‌ জুড়িয়ে যায়।"

"যেতে ইচ্ছে করে।"

বেশ ত! বৈদ্যনাথ তোমায় গাড়ীতে ক'রে নিয়ে যাবে; সে জায়গাটা জানে। বাবার সঙ্গেও দেখা হ'য়ে যেতে পারে। তিনি মোটর বাইকে ক'রে ঐদিকে কাল যাচ্ছেন।"

হরনাথ বাবু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

সুজাতা আসিয়াই একটা মোটর-বোট দুইমাসের জন্য ভাড়া করিয়াছিল। মোটর-বোটে সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়ানর ইচ্ছা তাহার অনেক দিনের। বোটটীর নাম "কাত্যায়ণী।" নেহাৎ ছোট নয়। প্রয়োজন হইলে কেবিনে দুইজন শুইতে পারে। কিন্তু সুনয়নীর তাহা পছন্দ হয় নাই। তাই তাহারা এখনো ব্যবহার করে নাই। কণক বাবুর মোটর-বোট চড়ার সখ আছে। তাই প্রত্যহ একঘণ্টা বোটটা লইয়া তিনি ঘুরিয়া আসেন; কখনো কেহ সঙ্গে থাকে তবে অধিকাংশ সময়েই একেলা। বোটে বেড়াইতে যাইবার উপযুক্ত সাজ করিয়া কণক বেলাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলাকে সামনে পাইয়া বলিল "চলুন না সমুদ্রে মাছ ধরে আসি।"

"আজকে মাপ করবেন, আমার কাজ আছে।"

"কাজটা কালকে করলে হয় না? অনেক দিন থেকে বলছেন আমার সঙ্গে বোটে মাছ ধরতে যাবেন, আজই না হয় সে কথাটা রাখলেন।

"যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আজ কিছুতেই পারব না।"

"প্রজাপতি-বট"কে যে কোল দিতে যাইবে সে কথা ত' আর কণককে বলিতে পারে না।

"এখনি ফিরে আস্‌ব। আর অমত কর্‌বেন না। না হ'লে আমার দিনটাই মাটী।"

সুনয়নী আসিয়া পড়িয়াছিল। বলিল "ব্যাপারটা কি?"

"কণক বাবু আমায় বোটে করে বেড়াতে যেতে বল্‌ছেন।"

"বেশ ত', কালকেই না হয় নিয়ে যাবেন।"

"আচ্ছা!" গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া কণক বিদায় লইল।

বেলা তখন 'প্রজাপতি-বট' দেখিতে যাইবার জন্য বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিল। সুজাতা আসিয়া সুনয়নীকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল "বেলাকে টেলিফোনে কে ডাক্‌ছে।"

"আমি দেখ্‌ছি" বলিয়া সুনয়নী টেলিফোন ধরিল। গলার স্বর ঠিক চিনিতে পারিল না।

"আমি বেলা দেবীকে চাই।"

"কে আপনি?"

"তাঁর বন্ধু। তাঁকে কি ডেকে দেবেন? বিশেষ জরুরী।"

"তিনি এখন বাড়ী নেই, বেরিয়েছেন।"

"কোথায় গেছেন বল্‌তে পারেন?"

"বোধ হয় ষ্ট্রাণ্ডের দিকে।"

"যদি সেখানে দেখা না পাই, তাহ'লে কি তাঁকে আমার জন্য একটু অপেক্ষা কর্‌তে বল্‌বেন।"

"বেশ বল্‌ব।"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বেলা বলিল "কে ডাক্‌ছিল ভাই?"

"ঐ কণক বাবু। আমি বলে দিয়েছি তুমি নেই।"

"বেশ করেছ। আচ্ছা ভাই, তুমি কি একান্তই সঙ্গে যাবে না?"

না, আজ বাড়ীতেই থাক্‌ব।

যতক্ষণ বেলার গাড়ী দৃষ্টির বহির্ভূত না হইল সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর আসিয়া বৈঠকখানায় বসিল। ক্ষণপরেই টেলিফোন আবার বাজিয়া উঠিল। অপর প্রান্ত হইতে কে বলিল "বেলা দেবী ষ্ট্র্যাণ্ডে যাননি।"

"কে ভজহরি?"

"হ্যাঁ।"

"আমার ভুল হয়েছে। বেলা বাড়ীতেই আছে। মাথা ধরেছে বলে ঘরেই শুয়ে আছে। এস না।"

ক্ষণকাল পরে জবাব আসিল "আচ্ছা যাচ্ছি।"

প্রায় বিশ মিনিট পরে একটা ট্যাক্সি হইতে নামিয়া ভজহরি ঘরে ঢুকিল। সুনয়নী উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিল। বলিল "দেখ একটা অন্যায় হয়ে গেছে।" চেয়ারটা ভজহরির সামনে আনিয়া হাসিয়া বলিল "আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলে এখানে এনেছি। বেলা এখানে নেই।"

"এখানে নেই?"

"না, সে ড্রাইভারের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম ভজহরি, কেন না অপূর্ব্ব বাবু তোমাকে নিযুক্ত করেছেন।"

"কি বল্‌তে চাচ্ছেন ?"

"কি করে সুরু করি তাই ভাব্‌ছি। কথাটা একটু গোপনীয়। ড্রাইভারের সঙ্গে বেলার ব্যবহারটা ভাল নয়; অপূর্ব্ব বাবুকে সেকথা জানান দরকার।"

ভজহরি কোন জবাব দিল না।

"এ রকম ঘটেই থাকে। বেলার বয়স অল্প, বৈদ্যনাথও দেখ্‌তে কিছু খারাপ নয়। বেলা এই বৈদ্যনাথকে ভালবেসেছে।"

লাফাইয়া উঠিয়া কর্কশ কণ্ঠে ভজহরি বলিল—

"সব মিথ্যা কথা! বেলার কি হয়েছে শীগ্‌গীর বলুন! সুনয়নী দেবী, বেলার একটা চুলও যদি নষ্ট হয় তাহ'লে যেকাজ সেদিন ঐখানে (বাগান দেখাইয়া) সুরু করেছিলুম সেটা শেষ করব; নিজের হাতে টুঁটি টিপে মারব।"

সুনয়নী তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিয়া চোখ নামাইয়া লইল; কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটীয়া নিজের ঘরের মধ্যে গিয়া দরজা দিল। এই দ্বিতীয়বার সে ভয়ে অভিভূত হইল।

দরজায় ধাক্কা দিয়া লোকটী বলিল "খুলে দাও।"

ঘরের চারিদিকে পাগলের মত চাহিয়া সুনয়নী একটা মুক্তির রাস্তা খুঁজিল। একটা কথা মনে হইতেই ছুটীয়া বাথ্-রুমে

ঢুকিল। সেল্‌ফ্‌ হইতে এক টুক্‌রা স্পঞ্জ লইয়া তাহাতে অ্যামোনিয়া ঢালিয়া ভিজাইয়া লইল। তাহার পর দরজার নিকট আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে ভজহরি যেই পা দিয়াছে, অমনি স্পঞ্জটা তাহার চোখের উপর চাপিয়া ধরিতেই যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া সে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল। তন্মুহূর্ত্তে সুনয়নী তাহার পিঠের উপর বসিয়া হাত দুটীকে পিছনে টানিয়া ধরিয়া কাপড়ের পাড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তারপর চীৎ করিয়া শোয়াইয়া দিল। তখনো অ্যামোনিয়ার জ্বালা চোখে লাগিয়া রহিয়াছে; তাই সে চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। সুনয়নী তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া তাহাকে একটা চেয়ারের উপর বসাইয়া দিল। এবং বাহির হইতে দড়ি আনিয়া ভাল করিয়া পা বাঁধিয়া দিল। এইভাবে একাই সুনয়নী ভজহরিকে বন্দী করিল।

ঠাট্টার সুরে বলিল "একটু কষ্ট দিলুম কিছু মনে কোর না। যদি না চীৎকার কর তাহ'লে মুখ আর বাঁধব না।"

একটা ভিজা কাপড় দিয়া চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল "এখনি জ্বালা কমে যাবে। পুলিশ আসা পর্য্যন্ত এইভাবে থাকো।"

"পুলিশ ডাক্‌বে নাকি? আপনি ত আমাকে জানেন।"

"আমি শুধু জানি যে তুমি একটা বদ্‌ লোক; বাড়ীতে আমি একলা আছি দেখে ঢুকেছ।"

"আপনি জানেন আমি কেন এসেছি" তবুও বলিল "আমি

বেলা দেবীকে জানাতে এসেছি যে তার সই জাল করে ব্যাঙ্ক থেকে ৭৫০০০ হাজার টাকা সরাণ হইয়েছে।”

‘কি আশ্চর্য্য! বেলার বন্ধু ও পরামর্শদাতা অপূর্ব্ব বাবু ক’লকাতায় বসে থাক্‌তে থাক্‌তে কেউ অত টাকা ব্যাঙ্ক থেকে সরাতে পারে ?”

উত্তেজিত হইয়া পরিষ্কারভাবে বলিল—

“তুমি খুব ভাল করেই জান যে আমিই অপূর্ব্ব চৌধুরী, আর একদিনও আমি বেলা আসার পর এদেশ ছেড়ে যাইনি।

হরনাথ বাবু “প্রজাপতি বট” যাইবার পথ ধরিয়া মোটর-বাইক্ করিয়া যাইতেছিলেন। মোটর বাইকে করিয়া খুব দূরে দূরে ভ্রমণ করিয়া আসা তাঁহার অভ্যাসের মধ্যে ছিল। ‘প্রজাপতি-বট’ হইতে কিছু দূরে একটী নিভৃত স্থান দেখিয়া মোটর-বাইক্‌টী লুকাইয়া রাখিলেন।

হরনাথ বাবু যাইবার ঘণ্টা খানেক পরে বেলাও সেই পথে চলিয়াছিল। রাস্তাটী আঁকিয়া বাঁকিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া গিয়াছে; পথের একধারে সুবিস্তৃত ঢেউ খেলান মাঠ; অন্য পাশে সমুদ্রের তীর। কখনো কখনো মোটর গাড়ী জলের এত কাছাকাছি আসিয়া পড়িতেছিল যে ভাঙ্গিয়া-পড়া তরঙ্গের

কণাগুলি আঘাত করিয়া যাইতেছিল। বেলা এই বিচিত্র শোভা নয়ন ভরিয়া উপভোগ করিতেছিল। একটা বাঁকের মাথায় আসিয়া গাড়ী থামিল। পথ এইখানে বৃত্তাকারে ঘুরিয়া গিয়াছে। বৈদ্যনাথ অদূরের একটা বৃক্ষ দেখাইয়া বলিল "ঐ যে প্রজাপতি-বট।"

পথ হইতে দশ গজ দূরে একটা বটবৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে; তাহার তলা কে বৃত্তাকারে নিকাইয়া রাখিয়াছে। বেলা গাছটাকে আলিঙ্গন করিয়া চারিদিকের শোভা দেখিতে লাগিল। রাস্তার ওপাশে খানিকটা উন্মুক্ত স্থান সমুদ্রের দিকে ঝুঁকিয়া আছে; প্রায় একশত ফিট্ নীচু দিয়া সমুদ্র বহিয়া যাইতেছে; তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়ার শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। চারিদিকের মৌন অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য তাহার মনকে অভিভূত করিল।

বৈদ্যনাথ মোটরের পাদানীর উপর বসিয়া চিন্তা করিতেছিল। চিঠির কথা স্মরণ করিয়া তাহার উদ্বেগের অন্ত ছিল। সুনয়নীকে সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

বাঁকের মুখ হইতে নিঃশব্দ চরণে হরনাথ বাবু যখন তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন বৈদ্যনাথ বুঝিতে পারিল না। হঠাৎ ফিরিয়াই হরনাথ বাবুকে সম্মুখে দেখিয়া সে জড়িত কণ্ঠে বলিল "বাবু!"

হরনাথ তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন "বোস, বোস! উঠতে হবে না! কালরাত্রে আমি ঠিক্ ভাল ব্যবহার করিনি।"

"না বাবু, আমারই অন্যায় হয়েছিল। আমারই বেয়াদপি ..."

"যাক্ গে! সমুদ্রের উপর ওটা কি দেখা যাচ্ছে? কোন যুদ্ধের জাহাজ এল নাকি?"

বৈদ্যনাথ ঘাড় বাঁকাইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিল; সেই মুহূর্ত্তে হরনাথ পিস্তল তুলিয়া তাহাকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিলেন।

গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া কামানের গর্জ্জনের মত শোনাইল। মোটরের চাকা ফাটিয়া গিয়াছে মনে করিয়া বেলা ছুটিয়া আসিল।

মোটরের দিকে পিঠ করিয়া হরনাথ বাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন; পায়ের কাছে বৈদ্যনাথের মৃতদেহ পড়িয়াছিল।

"হরনাথ বা—!" বেলা হাঁপাইয়া বলিল; তারপর দৃষ্টি পড়িল তাঁহার হস্তের পিস্তলের উপর। চীৎকার করিয়া সে উন্মুক্ত ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া সমুদ্রের দিকে ছুটিল। গুলির শব্দ হইল, মনে হইল তাহার চুল স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। হাত হইতে ভ্যানিটি ব্যাগ পড়িয়া গেল। আবার একবার শব্দ হইতেই বেলা তীর হইতে একশত ফিট নীচে সমুদ্র গর্ভে নিপতিত হইল।

ভজহরির প্রকৃত পরিচয় পাইয়া সুনয়নী অবাক্ হইবার ভাণ করিল। অবিশ্বাসের সুরে বলিল "আপনি অপূর্ব্ব বাবু!"

শ্লেষ করিয়া অপূর্ব্ব বলিল "হাতের বাঁধনটা খুলে দিলেই প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি।"

সুবোধ বালিকার মত সুনয়নী আদেশ পালন করিল। বলিল "যদি জানতুম যে আপনি—"

"আর হাঁসিও না। অনেক পূর্ব্বেই বুঝ্‌তে পেরেছ" বলিয়া দাড়ি ও পরচুলা খুলিয়া ফেলিয়া দিল। "তুমি জানতে যে আমি কেন ছদ্মবেশ নিয়েছিলুম। যখন সেদিন হঠাৎ তোমার বেলার সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে মনে হ'ল যে ছদ্মবেশ না নিলে আমি বেলার বাড়ী থাক্‌তে পারি না, তখন আমি কাছাকাছিই ছিলুম।"

"বেলার বাড়ীতেই বা শুতে যেয়ে কি লাভ হ'ল আপনার?"

"ও কথার জবাব দিতে চাই না। আমি বেলাকে রক্ষা করবার ভার নিয়েছিলুম।"

"আমার হাত থেকে রক্ষা কর্‌বার জন্য বুঝি?"

"হ্যাঁ তাই! যা প্রমাণ পেয়েছি তাতে হরনাথ বাবুকে এখনই ধরা যায়। তবে তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ এখন পুরো সংগ্রহ হয় নি।"

অবিচলিত কণ্ঠে সুনয়নী বলিল "ওসব ধাপ্পায় আমি ভুলি না। আমাকে ধরতে হ'লে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হবে।"

"পরে ভাবা যাবে। এখন বল বেলা কোথায়?"

"জানি না। তবে মোটরে বেড়াতে গেছে।"

"হরনাথ বাবু তার সঙ্গে গেছেন?"

"না, বাবা পূর্ব্বেই বেরিয়েছেন। কিন্তু এমন্ ভাবে জেরা কর্‌বার অধিকার আপনাকে কে দিলে?"

সে কথার উত্তর না দিয়াই বলিল "তোমার ড্রাইভার বৈদ্যনাথ কোথায়?"

"সেও নেই। বেলাকে ড্রাইভ্ করে নিয়ে গেছে। কেন?"

"তার নামে একটা ওয়ারেন্ট আছে। যে মেয়েটা চেক্ ভাঙ্গিয়েছে তাকে খুঁজে বার করেছি। বৈদ্যনাথের যাতায়াতের খবরও জানি।"

ধীরভাবে সুনয়নী বলিল "একথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে শক্ত! আমরা তাকে বিশ্বাস করে কখনো ঠকিনি। একটা কথা বলি অপূর্ব্ব বাবু; এমন্ ভাবে একা আপনাকে আমার শোবার ঘরে লোকে দেখ্‌লে আমার মান-সম্ভ্রম বাড়্‌বে না নিশ্চয়ই। দয়া করে নীচে গিয়ে বসুন, আমি আস্‌ছি।"

"পালাবার চেষ্টা করবে না ত ?"

সুনয়নী হাসিয়া উঠিল। বলিল "আপনি যে গল্পের বইএর ডিটেক্টিভ্ হয়ে উঠ্ছেন দেখ্ছি !

—আমায় আটকাবার আপনার কোন অধিকার নেই। তবু বল্ছি পালাব না। বিশ্বাস না হয় সিঁড়ি আগ্‌লে বসে থাকুন।"

অপূর্ব্ব নামিয়া গেলে ঝিকে ডাকিয়া বলিল "অপূর্ব্বর সঙ্গে বসে যখন গল্প করব, তখন এই চিঠিটা আমায় গিয়ে দিবি ; বল্‌বি টেবিলের উপর পেয়েছি।"

অপূর্ব্বর সহিত ধস্তাধস্তিতে তাহার জামা কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। বেশ পরিপাটী করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া নীচে আসিল। বলিল—

"আপনার মতলব কি অপূর্ব্ব বাবু ? আপনি কি বেলাকে নিয়ে যেতে চান ? আপনি ত' বেলাকে ভালবাসেন !"

অপূর্ব্ব আরক্তিম হইয়া উঠিল। মিথ্যাই বলিল "না, আমি ভালবাসি না।"

"মিছে কথা কেন বল্ছেন ! নিশ্চয়ই ভালবাসেন।"

"আমার প্রথম কাজ হচ্ছে টাকাটা উদ্ধার করা ; আর সে বিষয়ে তোমায় সাহায্য কর্‌তে হবে।"

"নিশ্চয়ই ! কিন্তু কেন যে বদ্যিনাথ একাজ কর্‌লে তাই ভাব্ছি। বেলার সঙ্গে তার বড় ভাব। অত বাড়াবাড়ি বেলার ভাল নয়।"

"ওকথা পূর্ব্বেও বলেছ। এখন মানেটা কি বুঝিয়ে দেবে?"

'তাদের দুজনকে প্রায়ই একসঙ্গে থাক্‌তে দেখি। সে-দিন দুজনকে বাগানে বেড়াতে দেখে যে ভয় হ'য়েছিল! যদি সুজাতা দেখে ফেলে!"

"অর্থাৎ সুজাতা দেবী কিছুই লক্ষ্য করেন নি। সুনয়নী তোমার বুদ্ধি আছে! কিন্তু আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।"

ঝি আসিয়া একখানি চিঠি সুনয়নীর হাতে দিল। বলিল "দিদিমণি এটা ওঘরে টেবিলের উপর ছিল।"

সুনয়নী চিঠিটা হাতে লইয়া ঠিকানা পড়িয়া খুলিল। পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ গম্ভীর হইল।

"হায় ভগবান!" হতাশ ভাবে বলিয়া উঠিল।

"কি ব্যাপার?"

একবার চিঠির দিকে তাকাইল; তাহার পর অপূর্ব্বর মুখের দিকে চাহিয়া নীরস-কণ্ঠে বলিল—"পড়ুন।"

"মাননীয়াষু,

আমি কলিকাতা হইতে ফিরিয়াছি। শ্রীমতী বেলা দেবীর নিকট স্বীকার করিয়াছি যে আমি তাঁহার নামে জাল করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে ৭৫০০০ টাকা তুলিয়াছি। এক্ষণে জানিয়াছি যে বেলা দেবী আমায় ভালবাসেন। ইহার পরিণতি একমাত্র——"

অপূর্ব্ব দুইবার চিঠিখানি পড়িল।

"বৈদ্যনাথেরই লেখা বটে। কিন্তু এ অসম্ভব। আমি

সারাক্ষণ বেলাকে চোখে চোখে রেখেছিলুম। আচ্ছা, বেলা কি কোন চিঠি লিখেছে? না, তা অসম্ভব!"

"বেলার ঘরে এখনো যাইনি। আপনিও আসুন না, দেখি।"

সুনয়নীর পিছনে পিছনে বেলার ঘরে আসিয়া প্রথমেই একখানি চিঠির উপর অপূর্ব্বর নজর পড়িল। তুলিয়া লইয়া দেখিল তাহারই নাম লেখা। কম্পিত হস্তে খুলিয়া পাঠ করিল।

পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গেল।

"কোথায় গেছে?" মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল।

"প্রজাপতি-বট দেখ্‌তে গেছে।"

"মোটর গাড়ীতে?"

"হ্যাঁ।"

আর কথা না বলিয়া অপূর্ব্ব ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাস্তার উপর তাহার নিজের গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। ভজহরির ট্যাক্সি চলিয়া গিয়াছিল। ড্রাইভারকে পুরা দমে চালাইতে বলিয়া গদির উপর এলাইয়া পড়িল। পথে খোঁজ লইয়া জানিল জনৈক মহিলা ঘণ্টা খানেক পূর্ব্বে সেই পথে গিয়াছেন, এখনো ফিরেন নাই। একটা মোড় ঘুরিতেই নজরে পড়িল একটা মোটর ঘেরিয়া ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। ব্যাকুল-হৃদয়ে গাড়ী হইতে রাস্তার উপর লাফাইয়া পড়িল। ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে গিয়াই সে স্তব্ধ হইয়া

গেল। মাটির উপর বৈদ্যনাথের দেহ পড়িয়া আছে; সারা অঙ্গ রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে; হাতে তার পিস্তল।

একজন পুলিশ বলিতেছিল "এই পিস্তলেই খুন হয়েছে; কিন্তু তিনটা টোটা খালি। একটা ত একে লেগেছে, বাকী দুটোর লক্ষ্য কে?"

অপূর্ব্বর মাথা ঘুরিয়া উঠিল, মাড্‌গার্ড ধরিয়া কোন রকমে সাম্‌লাইল। হতাশ মনে সমুদ্রের দিকে চলিল; পাড়ের নিকটেই একটা ব্যাগ পাইয়া তুলিয়া লইয়া দেখিল, তাহা বেলার।

সহরের একটী রেস্তরাঁয় বসিয়া হরনাথ বাবু চা-পান করিলেন। ইভনিং-এডিশন্ একখানি সংবাদ-পত্র ক্রয় করিয়া বৈদ্যনাথের মৃত্যু সংবাদ পাঠ করিলেন। তারপর ব্যস্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

"বড়ই দুঃসংবাদ মা——" কিন্তু সম্মুখেই অপূর্ব্বকে দেখিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

অপূর্ব্ব বলিল "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ভেতরে আসুন" অপূর্ব্বের সহিত যে লোকটী ঐ ঘরের ভিতর ছিল তাহাকে দেখিয়া পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বলিয়া চিনিয়া লইতে হরনাথের দেরী হইল না। "সমস্ত দিন কোথায় ছিলেন এখন বলুন।"

রাগত স্বরে হরনাথ বাবু বলিলেন "আমি যেখানেই থাকি না কেন। এই হত্যার সঙ্গে কি আমাকে জড়াচ্ছ নাকি? ব্যাপারটা শুনেই আমি উৎকণ্ঠিত হয়েছি। বেলাকে বৈদ্যনাথের সঙ্গে যেতে দিয়ে কি অন্যায়ই করেছি!"

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব বলিলেন "তাহ'লেও আপনি কি কর্‌ছিলেন বল্‌তে হবে।"

"বেশ! আমি "প্রজাপতি-বট"এর রাস্তা ধরে মোটর-বাইকে বেড়াতে গেছ্‌লুম।"

"কখন?"

"এই বেলা ২॥টা ৩টায়।"

"জানেন কি, যে বৈদ্যনাথ খুন হয়েছে বেলা ১১টা নাগাদ?"

"খবরের কাগজে দেখ্‌লুম।"

"খুনের কথা কিছু জানেন না?"

"না।"

"বল্‌তে পারেন, বৈদ্যনাথ ও বেলার মধ্যে কি ভালবাসা ছিল?"

"কৈ, আমি ত জানি না। তাহ'লে প্রতিবিধান কর্‌তুম বৈকি।

"আপনার মেয়ে বলে যে তারা প্রায়ই একসঙ্গে থাকত। আপনি দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, তা দেখেছি। তবে জানেন ত এসব বিষয়ে আমার

মত একটু উদার। তাই অন্যের চোখে অস্বাভাবিক লাগ্‌লেও, আমি তা মনে করিনি।"

পরদার আড়াল হইতে একটা বন্দুক বাহির করিয়া ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন "এটা আপনার?"

"হ্যাঁ, আমার।"

"কিন্তু এটা আপনার কাছ থেকে অন্যের কাছে গেল কি করে?"

"কিছুই জানি না। ওটা যে হারিয়েছে তাই জানি না; অনেক দিন দেখিনি বটে! তাহ'লে কি বৈদ্যনাথ······না তাই বা কি করে হবে।"

অপূর্ব্ব বলিল "কি বল্‌তে চাচ্ছেন যে সমুদ্র-ঘাটে বৈদ্যনাথই এটা দিয়ে বেলাকে গুলি করেছিল। অতটা মিথ্যাকথা না হয় নাই বল্‌লেন! আপনিই তাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিলেন আর আমিই আপনাকে আঘাত করেছিলুম।"

হরনাথের মুখের ভাব তখন দেখিবার মত।

মৃদু-কণ্ঠে বলিলেন "আমায় এমন্ ভাবে অভিযুক্ত কেন করছ, বুঝ্‌তে পারছি না। ব্যাপারটা কি তুমি জান মা?"

সুনয়নী এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, নীরবে শুনিয়া যাইতেছিল। এইবার বলিল—

"তোমার বন্দুকের কথা ত' আমি জানি না; তোমার আবার বন্দুক ছিল নাকি? তাহ'লেও বাবা ওঁদের কথার

উত্তর দাও। ব্যাপারটা যত শীগ্‌গীর মেটে, তত ভাল। আচ্ছা, বাবাকে চিঠিগুলোর কথা বলেছেন?”

কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন “চিঠি! বেলা কি চিঠি লিখে গেছে নাকি?”

সুনয়নী সম্মতি জানাইল। বলিল—

“অপূর্ব্ব বাবুই বল্‌বেন! বৈদ্যনাথের সঙ্গে বেলার প্রেম হয়। সুতরাং ব্যাপার বোঝাই যাচ্ছে। আর ফিরবে না মতলব করেই বেরিয়েছে——”

“বেলার যাবার একটুও ইচ্ছা ছিল না; তুমিই তাকে ভুলিয়ে পাঠিয়েছ। সুজাতা দেবী একথা জোর দিয়ে বল্‌ছেন।”

“লাস পাওয়া গেছে?” হরনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

“বৈদ্যনাথকে ছাড়া বেলার কোন খোঁজই পাওয়া যায়নি।”

অপূর্ব্বর সহিত বাহিরে আসিয়া ইন্‌স্পেক্টার সাহেব বলিলেন “কোন আশাই ত’ দেখ্‌ছি না। কয়েক মাইল জুড়ে জাল ফেলেও লাস পাওয়া গেল না। এদের সম্বন্ধেও আপনার কথা ছাড়া কোন প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছে না। চিঠিগুলো হয়ত’ জাল, কিন্তু আপনি ত বল্‌ছেন হাতের লেখা ঠিক্ আছে।”

চিন্তিতভাবে চলিতে চলিতে অপূর্ব্ব বলিল “আর একবার চিঠিটা দেখি।”

হাতে লইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল “হ্যাঁ, এটা বেলারই হাতের লেখা” তারপর সহসা বলিল “দেখ্‌ছেন?” যেখানে “বন্ধু আমার” লেখা আছে, সেই স্থানটা দেখাইয়া দিল।

"কোটেশন মার্কা রয়েছে; কিন্তু কেন দিলে?" ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন।

"ঠিক্ হয়েছে। সুনয়নী একটা গল্প লিখ্‌ছিল; হাত ব্যথা করতে বেলাকে লিখতে বলে এবং সেও লিখে যায়। আমি সুনয়নীর নিজমুখেই গল্প লেখার কথা শুনেছি। সুতরাং কোটেশন মার্কা আসা বিচিত্র নয়।"

চিঠিখানি হাতে লইয়া ইন্‌স্পেক্টর সাহেব বলিলেন "হতেও পারে। লেখাও বেশ একটানা; কোন উত্তেজনার মুখে লেখা বলেও মনে হচ্ছে না। "ব" ত' কত নামের আদ্যাক্ষর হওয়া সম্ভব। কিন্তু গল্পের বাকী অংশটুকু গেল কোথায়? একবার খুঁজে দেখ্‌বেন নাকি?"

"পুড়িয়ে নিশ্চয়ই ফেলেছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে নিশ্চয়ই পোড়ায়নি, ধরা পড়্‌বার সম্ভাবনা ছিল। চলুন বাগানটা খুঁজে দেখা যাক্ যদি কিছু পাওয়া যায়।"

সুনয়নী পিতার সহিত বসিয়া দেখিল অপূর্ব্ব ও ইন্‌স্পেক্টর বাগানে ঢুকিয়া নীচু হইয়া কি খুঁজিতেছে।

"কি খুঁজছে ওরা?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল।

"দেখ্‌ব না কি?"

"তোমায় কখন বলে?"

ছুটীয়া উপরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। একটা পর্দ্দার আড়াল হইতে তাহাদের কার্য্য লক্ষ্য করিতে লাগিল। চক্ষের

আড়াল হইলে, ছুটীয়া বেলার ঘরে আসিল। হঠাৎ লক্ষ্য করিল ইন্‌স্পেক্টর নীচু হইয়া মাটী হইতে কি কুড়াইতেছেন।

দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল "পোড়ান-গন্ন। ওটা যে খুঁজবে কখনও ভাবিনি।"

মাত্র একটা টুকরা তাহারা পাইয়াছিল। তাহাতে "বীণা" "দুঃখিত" "মর্ম্মান্তিক" এম্‌নি কয়েকটা কথা লেখা ছিল। লেখা যে বেলার তাহাতে ভূল ছিল না। আর কিছু না পাইয়া গেট্ পার হইয়া তাহারা চলিয়া গেল।

পিতাকে বলিল "আমার এমন্ ভয় হয়েছিল!"

হরনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "অপূর্ব্ব এল কোত্থেকে?"

"সেত সর্ব্বক্ষণই এখানে আছে।"

"মানে?"

"সেই ত' ভজহরি। আমি আগেই টের পেয়েছিলুম।"

চায়ের বাটী আর মুখে উঠিল না। হরনাথ বাবু ভীতি-বিহ্বল-কণ্ঠে বলিলেন "বিপদ্ ঘনিয়ে আস্‌ছে দেখ্‌ছি।"

"তা ত' আসবেই। ৫০ লক্ষ টাকা কি এম্‌নি আসে? ভেবো না বাবা! দুদিনেই মেঘ কেটে যাবে।"

"তাই যেন হয়" অসহায়ের মত বলিলেন।

সুনয়নী আহারে বসিয়াছে এমন্ সময় কণক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া পিতা পুত্রী উভয়েই বিস্মিত হইলেন।

"সুনয়নী তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে" কণক বলিল।

কণকের মুখ দেখিয়া বুঝিল বিশেষ জরুরী কোন অপ্রিয় সংবাদ আছে। তাই বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া হাত ধুইয়া চাদর গায়ে জড়াইয়া লইল এবং কণকের পিছু পিছু বাহির হইয়া গেল।

দশ মিনিট হইয়া গেল তবু তাহারা ফিরিল না। আরো পনর মিনিট উত্তীর্ণ হইল তবু তাহাদের দেখা নাই। হরনাথ বাবু একটু উদ্বিগ্ন হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। দরজার দিকে পা বাড়াতেই দরজা খুলিয়া ঢুকিল অপূর্ব্ব ও ইন্‌স্পেক্টর।

"হরনাথ বাবু, আপনাকে আমি বন্দী করলুম।" ইন্‌স্পেক্টর সাহেব বলিলেন।

উগ্রকণ্ঠে হরনাথ বাবু বলিলেন "এর মানে কি? আমার দোষ?"

"আপনি বৈদ্যনাথকে হত্যা করেছেন।"

"মিথ্যা কথা!" চীৎকার করিয়া উঠিলেন "আমি কিছুই জানি——" কথা তাঁর আটকাইয়া গেল। অপূর্ব্বর কাঁধের উপর দিয়া দেখিলেন দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে বেলা।

বেলাকে সঙ্গে লইতে না পারিয়া কণকের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। আকাশ ছিল মেঘমুক্ত এবং সমুদ্র শান্ত; "কাত্যায়ণী"কে এমনি ভাসিয়া যাইতে দিয়া আপন মনে কত কথাই ভাবিতেছিল। সুনয়নীর কথা চিন্তা করিতেই "পাষাণী" বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। বোটের এক-কোণে ছিল ব্র্যাণ্ডীর বোতল। গেলাসে খানিকটা ঢালিয়া লইয়া পান করিল। চোখে ঘুমের ঘোর লাগিতেই তীরের দিকে বোটের মুখ ফিরাইল। সমুদ্রগর্ভ হইতে তীর বেশ খানিকটা উচ্চে ছিল; একটা নিভৃত স্থান দেখিয়া বোট নঙ্গর করিল। তারপর নিশ্চিন্ত ভাবে শুইয়া পড়িল……

হঠাৎ তাহার তন্দ্রা ছুটীয়া গেল; একটা বন্দুকের আওয়াজ কাণে আসিল। কিছুক্ষণ পরে পর পর দুইটা শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গেই কি একটা বস্তু শব্দ করিয়া তীরের উপর হইতে জলের মধ্যে পড়িল।

জলের উপর নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল একটী মানুষের দেহ ভাসিতেছে ও ডুবিতেছে। আর একবার ভাসিয়া উঠিতেই, মুখ দেখিতে পাইল। আর কোন চিন্তা না করিয়াই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রায় পনর মিনিট চেষ্টার পর দেহটীকে নৌকার উপর টানিয়া তুলিল।

তাহার মনে হইল হয়ত তাহার চেষ্টা বিফল হইয়াছে; বুকে কাণ দিয়া শুনিল তখনও ধুক্ ধুক্ করিতেছে। ব্র্যাণ্ডীর বোতলটা খুলিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিল, কষ বহিয়া মুখের দুই ধারে গড়াইয়া পড়িল। পেটের মধ্যে এককোঁটা যাইতেই নড়িয়া উঠিল।

অল্পক্ষণ পরে বেলা উঠিয়া বসিল। সমস্ত ঘটনাটী মনে পড়িতেই ভয়ে আতঙ্কে দুই হাতে মুখ ঢাকিল। "কি হয়েছিল" কোমল-কণ্ঠে কণক প্রশ্ন করিল।

ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "ও! সে বড় ভয়ানক!" বলিতে বলিতে শিহরিয়া উঠিল।

কাঁধের কাছে বেলা একটা তীব্র যাতনা অনুভব করিল। জামা ছিঁড়িয়া গিয়া ক্ষত দেখা যাইতেছে।

"এ যে গুলির দাগ দেখ্‌ছি! বন্দুকের শব্দ পেয়েছিলুম। আপনিই লক্ষ্য ছিলেন বুঝি?" কণক প্রশ্ন করিল।

মাথা নাড়িয়া জবাব দিল।

"কে মেরেছিল?"

নাম বলিতে গিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল "কে, সুনয়নী?"

বেলা মাথা নাড়িল।

"তবে হরনাথ বাবু?"

বেলা সম্মতি জানাইল।

শুনিয়া কণক শিহরিয়া উঠিল; বলিল "চলুন ফেরা যাক্।"

দূর হইতে দেখিল বেলার গাড়ী ঘিরিয়া লোক জড় হইয়াছে। কণক বলিল "এ সময়ে গা ঢাকা দেওয়াই মঙ্গল, নতুবা আবার বিপদ হ'তে পারে।"

বেলার মুখে সমস্ত ঘটনাটা শুনিয়া বলিল "বৈদ্যনাথ মরেছে? এবার বাঁচবে কি করে তাই ভাব্‌ছি। কোন চিঠি লিখে রেখে আসেন নি ত পালাচ্ছেন বলে?"

বেলা সোজা হইয়া বসিল। "আমি একটা ঐ ধরণের চিঠি লিখেছি বটে, কিন্তু সেটা ত' সত্যিকারের চিঠি নয়!"

কণক চিঠির কাহিনী শুনিতে চাহিলে বেলা সুনয়নীর গল্প-লেখার কথা বলিল।

কণক শুনিয়া বলিল "শেষকালে সুনয়নী এমন্ কর্‌লে!"

"তাহ'লে কি সুনয়নী আমাকে খুন কর্‌তে চেয়েছিল?"

"হ্যাঁ, ঠিক্ তাই। আমাকেও দলে টেনে ছিল। সব আপনাকে বল্‌ব। আমায় ঘৃণা কর্‌বেন না। এই বোটে আজ আমার হাজার মাইল পাড়ি দিবার কথা ছিল, আর আমার সঙ্গে থাক্‌তেন আপনি।"

"আমি?"

"হ্যাঁ আপনি! এটা সুনয়নীরই প্ল্যান্। আপনাকে নিয়ে আমি নিরুদ্দেশ হতুম এবং যতক্ষণ না আপনি রাজি হতেন—না আমি তা পারতুম না হয় ত।"

"না, সত্যিই আপনি পারতেন না।"

"আমার বড় টাকার টানাটানি পড়েছিল, তাই ফাঁদে পা দিয়েছিলুম।"

তীরে বোট ভিড়িতেই কণক বলিল "আপনাকে একটা হোটেলে রেখে আসি। তারপর আমি ভজহরির সন্ধান করব। কোথায় থাকে কিছু জানেন? যাক্ গে, বাড়ীতে গিয়ে একবার হাওয়াটা কোন্ দিকে বইছে দেখে আস্ব।"

কণক সত্যই সুনয়নীকে ভালবাসিয়াছিল। এই বিপদেও সে সুনয়নীকে ত্যাগ করিতে পারিল না। যথেষ্ট পরিমাণে পেট্রল ও আহারের সংস্থান করিয়া লইয়া সে সুনয়নীর সঙ্গে দেখা করিল।

বোটে আসিয়া সুনয়না বলিল "বাবার কি হবে?"

"বোধ হয় এতক্ষণ তাঁকে পুলিশে ধরেছে।"

"জেলে তাঁর কষ্ট হবে।......একটু জোরে চালাও কণক, আমি জেলে যেতে পারব না।"

নাগিনী

বেলা একটা হোটেলে ঘর ভাড়া করিয়াছিল। সুজাতাও তাহার সঙ্গে ছিল। অপূর্ব্বর সহিত হিসাব মিলাইতে গিয়া সুজাতা "কাত্যায়নী" বোটের কথা বলিল।

অপূর্ব্ব বলিল "আমি ত ওটা কণকেরই ভেবেছিলুম" খোঁজ করিয়া দেখা গেল হরনাথ বাবুকে হাতকড়ি দিবার পর হইতে সুনয়নী, কণক ও বোটখানি উধাও হইয়াছে। পুলিশ বহু অনুসন্ধান করিয়াও কোন খোঁজ পাইল না।

বেলা অপূর্ব্বকে বলিল "আমার কি মনে হচ্ছে জান, সুনয়না যেন ধরা না পড়ে।"

বেলা ও অপূর্ব্ব পরস্পরকে 'তুমি' বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

"তোমার সঙ্গদোষ লেগেছে দেখ্ছি। আর কিছুদিন সুনয়নীর সঙ্গে থাক্লে তুমিও ওর মত হ'তে। জান, হরনাথ বাবুর সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন কারাবাস। সুনয়নীর পাল্লায় না পড়্লে উনি সাধারণ লোকের মতই হ'তেন।"

দুইজনে পাশাপাশি হাঁটিয়া চলিয়াছিল। "বিষয় সম্পত্তির হাঙ্গামা চুকিয়ে এবার আমায় স্থায়ী হ'য়ে বস্তে হবে।"

"উকিল-খরচা কিন্তু অনেক হয়েছে।"

"অমন্ কথা বল্ছ কেন? আমার যা-কিছু সবই-ত তোমা হ'তে। এমন কি এজীবনটা পর্য্যন্ত তিনবার মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছ।"

"তিনবার নয় চারবার ; আর কণক একবার বাঁচিয়েছে।"

"কেন তুমি আমার জন্যে এত করলে।"

"তার কারণ তোমায় আমার ভাল লেগেছে।"

"কবে থেকে গো।"

"তোমার ঘরের পাশে কতদিন জেগে পাহারা দিয়েছি! কত ভাল যে লাগ্‌ত!"

একটা মন্দিরের সম্মুখে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। সিঁড়ির উপর উভয়ে বসিল।

"মন্দিরের আবেষ্টনের মধ্যে কেমন একটা শান্তি আছে। আমি যাকে ভালবাসি তাকে বিয়ে কর্‌বার মত যদি আমার টাকা হয় তাহ'লে এই মন্দিরে এসে আগে প্রণাম করে যাব।"

"তার জন্যে কত টাকা দরকার হবে?"

"অন্ততঃ তার যত টাকা আছে।"

বেলা ঝুঁকিয়া পড়িয়া অপূর্ব্বর কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল—

"তোমার কত টাকা আছে আমায় বল ; তার চেয়ে যা-কিছু আমার বেশী থাক্‌বে সব বিলিয়ে দেবো।"

"বেলার ছোট হাত দুইখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; তখন পশ্চিম গগণে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে ; সারা আকাশ ব্যাপিয়া বিচিত্র রঙের খেলা চলিতেছে।

শেষ

পরবর্ত্তী সংখ্যা মহামায়া রহস্য। (যন্ত্রস্থ)